NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৪ পানিহাটির ৫০৮ বছরের চিঁড়া-দধি উৎসব বা দন্ড-মহোৎসব

সোহমের জামিন, দীর্ঘক্ষণ পিপি অফিসে থাকা নিয়ে ফের বিতর্ক ৫

কলকাতা ১৪ জুন ২০২৪ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.6.2024, Vol.18, Issue No. 5 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ বৈঠকে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আসন্ন চার বিধানসভা উপনির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা স্থির করতে নির্বাচন কমিশন আজ বৈঠকে বসছে। ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা স্থির করতে শুক্রবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার ও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ১০ জুলাই অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্র রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও মানিকতলায় উপনির্বাচন হবে।

‘কাজ করলে পদে থাকুন, নইলে রাস্তা দেখুন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, চিকিৎসার কারণে তিনি সংগঠন থেকে ‘ছোট বিরতি’ নিচ্ছেন। তার পরে তৃণমূলে জল্পনা থামছে না। তৃণমূলের আলোচনায় বড় করে উঠে আসছে নবান্নের কাজকর্ম নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের ‘অসন্তোষ’ প্রসঙ্গ। অভিষেকের ঘনিষ্ঠেরা ঘরোয়া আলোচনায় জানিয়ে দিচ্ছেন, সেনাপতি মনে করেন, সরকারের কাজ, কিছু মন্ত্রী এবং আমলার ‘শম্বুকগতি’ জনমানসে তৃণমূলের সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে দিচ্ছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্য তা খুব ভাল সঙ্কেত নয়। কারণ, ওই বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে নামতে হবে ১৫ বছরের ‘প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা’র বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। দলীয় সংগঠন দিয়ে তার মোকাবিলা করা কঠিন। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হবে পারফরম্যান্স দিয়ে।

উপনির্বাচনের মনোনয়ন শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিধানসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে চার কেন্দ্রে। আজ থেকেই শুরু হবে তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ, চলবে ২১শে জুন পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই কমিশন জানিয়েছে আগামী ১০ই জুলাই হবে এই চার জায়গায় নির্বাচন এবং ১৩ই জুলাই ফলাফল ঘোষণা। পাশাপাশি এই চার কেন্দ্রের জন্য এখনও পর্যন্ত ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বাগদায় উপনির্বাচনে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। রায়গঞ্জ ও মানিকতলা কেন্দ্রে থাকবে ১২ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়া রানাঘাটে ১৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন।

এবছর হবে না বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ লোকসভা ভোটের জেরে ব্যাহত হয়েছে প্রস্তুতি। তাই এবছর আর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে না। আগামী বছরের শুরুতেই সম্মেলন হতে পারে। বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম-সহ বিভিন্ন দপ্তর, বণিক সভা ও শিল্প সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রবল ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবল ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হল উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবারের পর এবং শুক্রবার উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় এই লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রবল ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত সিকিমের মঙ্গন জেলা। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত থেকে সেখানে ২২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রিমিত খোলা ও রাফং খোলা নদী ফুসে উঠে জনপদে ঝাপিয়ে পড়েছে। উড়েছে একাধিক রাস্তা। এই মূহুর্তে মঙ্গন পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সেখানে মোবাইল পরিষেবাও কাজ করছে না।

শুক্রবারের পরে শনি, রবি এবং সোমবারেও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

দক্ষিণবঙ্গের গরমে অতিষ্ঠ বহু বাঙালিই এই সময়ে বেড়াতে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। বিশেষ করে দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের বিভিন্ন এলাকায় পর্যটকেদের ভিড় রয়েছে। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দপ্তর তাদের বিবৃতিতে সতর্কতা জারি করেছে এই দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জন্যও। দুই জেলাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার। বৃষ্টির জন্যই দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের পাহাড়ি রাস্তায় ধসও নামতে পারে বলে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। জলপাইগুড়িতেও জারি করা হয়েছে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তরের ওই সতর্কবার্তায় এ ছাড়াও বিশেষভাবে বলা হয়েছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, সঙ্কোশের মতো নদীর

জলস্তরের কথা। আবহবিদেরা আশঙ্কা করছেন, পাহাড়ি এই নদীগুলির জলস্তর আগামী কয়েকদিনে বাড়তে পারে।

ভারী বৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে আবহবিদেরা জানিয়েছেন, বিহার থেকে হিমালয়ের পাদদেশে থাকা পশ্চিমবঙ্গের জেলা হয়ে অসম এবং নাগাল্যান্ড পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি বিহারের কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্তও। যা ওই নিম্নচাপের সঙ্গে মিলে উত্তরবঙ্গের উপরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যার ফলে ভারী থেকে অতি ভারী এবং প্রবল ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়।

উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢোকার পর থেকেই টানা বৃষ্টি চলছে উত্তরের জেলাগুলিতে। সেই বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ফুলেফেঁপে উঠেছে বহু পাহাড়ি নদী। যা থেকে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সতর্ক বার্তায় আশঙ্কা আরও বেড়েছে। কারণ, তাতে স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতির উন্নতির আশা এখনই নেই বরং আরও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ের পরিস্থিতি।

শুক্রবার প্রবল ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। এ ছাড়া কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতেও জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। এর পাশাপাশি শুক্রবার কোচবিহার এবং দার্জিলিঙে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সতর্ক করা হয়েছে এই এলাকায় বসবাসকারী এবং পর্যটকদের। তাঁদের ধসপ্রবণ এলাকায় যাতায়াত এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে জল জমেছে, এমন এলাকাও।

কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ রুখতে ডোভাল ও শাহকে নির্দেশ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: ফের জঙ্গি হামলায় উত্তপ্ত উপত্যকা। গত চার দিনে চারটি জঙ্গি হামলা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা। রিয়াসি, কাঠুয়া ও ডোডা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হওয়া হামলায় ৯ তীর্থযাত্রী ও এক সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবারই উপত্যকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জরুরি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ সিন্‌হার সঙ্গেও বৈঠকে বসেছিলেন মোদি। শোনা গিয়েছে, কাশ্মীরে সন্ত্রাস রুখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি যেন সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখা হয়। বিভিন্ন এলাকায় সম্পূর্ণ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন, সন্ত্রাস রুখতে যে সব

পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা যেন তাঁকে নিয়মিত জানানো হয়।

রবিবার মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়েই তীর্থযাত্রীদের বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। রিয়াসিতে এই ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়। বুধবারই রাহুল গান্ধি এই ধরনের লাগাতার হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে খোঁচা দেন। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী এখন শুভেচ্ছাবার্তার জবাব দিতে ব্যস্ত। তাই জঙ্গি হামলায় স্বজনহারাদের কান্না তাঁর কানে পৌঁছবে না। কেবল রাহুল নন, কংগ্রেসের একাধিক নেতাও কাশ্মীরের ঘটনা নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন। পবন খেরার সাফ প্রশ্ন, নতুন কাশ্মীরের ডাক দিয়েছিলেন মোদি। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি যে আসলে ভুয়ো, সেটাই এখন বুঝিয়ে দিচ্ছে কাশ্মীর। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক মোদির।

শুভেন্দুর রাজভবন অভিযান আটকে দিল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসায় ‘আক্রান্ত’ মানুষজনকে নিয়ে রাজভবন অভিযান করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাঁদের। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানানোর কথা ছিল। যদিও রাজভবনে ঢুকতে পারেননি শুভেন্দুরা। রাজভবনের সামনের রাস্তা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। এমনিতেই ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকে। ওই ব্যারিকেডেই আটকে পড়ে শুভেন্দুর গাড়ি। তিনি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ফ্যাসিবাদী রূপ’ প্রকাশ্যে এসেছে। জরুরি অবস্থার সময়ও এরকম হয়নি বলে দাবি তাঁর। বিজেপির দাবি, কেন রাজভবনে ঢুকতে দেওয়া হলো না, তা নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও স্পষ্ট জবাব নেই। বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে তাদের।

লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই অনেকে বাড়ি ফিরতে পারছেন না। এমন অভিযোগ তুলে ২০০ জনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন

বিকেলে রাজভবনে যান শুভেন্দু। এদিন দুপুরেই এক্স মাধ্যমে রাজভবন যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। তিনি পৌঁছনোর আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় রাজভবন।

শুভেন্দুর দাবি, রাজভবনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি আক্রান্তদের। রাজভবনের বেশ কিছুটা আগেই পুলিশ আটকে দেয় শুভেন্দুর কনভয়। দীর্ঘক্ষণ গাড়িতেই অপেক্ষা করতে হয় বিরোধী দলনেতাকে। সেখান থেকেই রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেন তিনি।

এতটাই কড়া ঘেরাটোপে রাজভবন ঘিরে ফেলা হয়েছিল যে স্বাভাবিক যান চলাচলও বিপর্যস্ত হয় এদিন। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যান শুভেন্দু। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাঁকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি রাজভবনে। তিনি স্পষ্ট জানান, রাজভবনের ওএসডি তাঁকে জানিয়েছিলেন, রাজ্যপাল আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তারপরও ঢুকতে পারলেন না তিনি।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে তৃতীয়বারও বহাল ডোভাল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার বা এনএসএ) পদে টানা তৃতীয় বার অজিত ডোভালকে পুনর্বহাল করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ৭৭ বছরের ডোভালের পুনর্নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। গত ১০ জুন থেকেই কার্যকর হয়েছে ওই নির্দেশিকা। কেরিয়ারের ৭টি বছর কেটেছিল উর্দিতে। বাকি তিরিশ বছর ধরে আন্ডার কভার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন ইন্টেলিজেন্ট ব্যুরোর হয়ে। তাঁর সাফল্যের খতিয়ান হয়ে রয়ে গিয়েছে চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো সব ঘটনা। ২০০৫ সালে অবসর নেন তিনি। এর পর ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডোভালকেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। সেই থেকে ওই পদেই রয়েছেন তিনি। মোদির প্রথম বারের প্রধানমন্ত্রিত্বের পাঁচ বছরে ডোভালের পদমর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সমান। সেই পদমর্যাদা বাড়িয়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা। দ্বিতীয় দফার মেয়াদে ডোভালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ৩৭০ ধারা রদের পর অশান্ত হয়ে ওঠা কাশ্মীর উপত্যকায় আইনশৃঙ্খলা ফেরানোর ক্ষেত্রে। পাশাপাশি, ২০২০-র জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার চিনা ফৌজের সঙ্গে ভারতীয় সেনা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরে দফায় দফায় বেজিংয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। যদিও সে সময়ই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে ডোভালের ‘দূরত্বের’ খবর নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছিল। ফলে তৃতীয় দফায় মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি পুনর্নিয়োগ পাবেন কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়। বৃহস্পতিবার সেই সংশয়ে ইতি টেনে দিলেন মোদি। তৃতীয়বারের মতো দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে বহাল রাখা হল ভারতের ‘জেমস বন্ড’কে।

নিট-এ গ্রেস মার্কস পাওয়া ১৫৬৩ জনকে ফের দিতে হবে পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় অসঙ্গতির অভিযোগ একপ্রকার মেনে নিল কেন্দ্র। এমনকী যে ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থী ‘ভুল’ প্রশ্নের জন্য গ্রেস মার্কস পেয়েছিলেন তাঁদের সেই বাড়তি গ্রেস মার্কস বাতিল করে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ওই ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থী চাইলে তাঁদের ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

এ বছর নিট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এর পর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের পাশাপাশি অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। এই ইস্যুতে সরব গোটা দেশ। ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় ব্যাপক অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিল ও কাউন্সেলিং বন্ধের আর্জি জানিয়ে দায়ের হয়েছিল একাধিক মামলা। সেই মামলায় এর আগে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি।

শুরুতে কেন্দ্র তথা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দাবি করছিল, নিটে কোনওরকম বেনিয়ম হয়নি। কিন্তু বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে, ভুল প্রশ্নের জেরে যে ১৫৬৩ জন গ্রেস মার্কস পেয়েছেন, সেই গ্রেস মার্কস বাতিল করে দেওয়া হবে। ওই ১৫৬৩ জনকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলা হবে। আগামী ২৩ জুন ফের পরীক্ষায় বসতে হবে ওই পড়ুয়াদের। ফলাফল ঘোষণা ৩০ জুন। তবে যেহেতু নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ একটি বিকল্প হিসাবেই দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের, সেক্ষেত্রে কেউ চাইলে এই পরীক্ষায় না বসতেও পারেন।

মদন তামাং খুনের মামলায় ফের বিপাকে বিমল গুরুং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মদন তামাং হত্যা মামলায় নয়া মোড়। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুংকে মদন তামাং খুনের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ফের বিপাকে বিমল গুরুং। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। ২০১৭ সালে ওই খুনের মামলায় বিমল গুরুং-এর নাম বাদ দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করেছিল নিম্ন আদালত। এদিন হাইকোর্টে সেই নির্দেশে তা খারিজ হয়ে যায়।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, নগর ও দায়রা আদালতের নির্দেশে বিমল গুরুং-এর নাম বাদ যাওয়ার ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই এবং মদন তামাং-এর স্ত্রী ভারতী তামাং। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই আইনি লড়াই। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে শুনানির পর বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত নির্দেশ দেন,

মামলা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ আদালতের

গুরুংয়ের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠনের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে এই মামলায় ফের যোগ করা হল গুরুংয়ের নাম। ২০১৭ থেকে ২০২৪- সাত বছর ধরে আইনি জটিলতার পর কলকাতা হাইকোর্ট বিমলের নাম অন্তর্ভুক্ত করে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিল।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের অগস্ট মাসে কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালত বিমলের স্ত্রী আশা এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা-সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিলেও বিমলকে এই মামলা থেকে খালাস করে দেয়। ২০১৩ সালে ভারতী তামাং-এর আবেদনে এই মামলার শুনানি দার্জিলিং থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১০ সালের ২১ মে খুন হন মদন তামাং। দার্জিলিং-এর ক্লাব সাইট রোডে ওই ঘটনা ঘটে। প্রথমে তদন্তে নামে সিআইডি। পরে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই।

ফের রাজ্যে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট শেষ হতেই রাজ্যে ফের পা রাখতে চলেছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হচ্ছে রাজ্যে, অন্তত এমনটাই সূত্রে খবর। জঙ্গল মহলে নিরাপত্তার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থের কাজ দেখতেই আসছে এই কেন্দ্রীয় দল, অন্তত এমনটাই সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, জঙ্গলমহলের তিন জেলার মধ্যে একমাত্র ঝাড়গ্রাম এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের ‘সিকিউরিটি রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার’ এর তালিকাভুক্ত। তার জেরে কেন্দ্রীয় সাহায্য পায় এই জেলা। মূলত নকশাল কার্যকলাপ প্রতিরোধ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প এ সহায়তা পায় ঝাড়গ্রাম জেলা। বরাদ্দ অর্থ কীভাবে খরচ হচ্ছে তা দেখতেই কেন্দ্রীয় দল। আগামী ২৩ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই দল আসছে রাজ্যে। ২৮ জুন পর্যন্ত তাঁরা থাকবেন বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

এখনও শিলদা, লালগড়, বেলপাহাড়ি- সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। যার জন্য এখনও অর্থ বরাদ্দ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এদিকে নবান্নর তরফে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রের বরাদ্দ করা অর্থ খরচ সংক্রান্ত তথ্য নথি সমেত নির্দিষ্ট সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে কেন এই সফর তা স্পষ্ট নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫৬২ নং এফিডেভিট বলে Kausick Dhole S/o. Kanai Lal Dhole ও Kaushik Dhole S/o. K. L. Dhole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৪ নং এফিডেভিট বলে Sartaj Ahmed S/o. Maenuddin Faruky ও Sartaz Ahamed S/o. M. Faruquri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭১১২ নং এফিডেভিট বলে Prodip Dey S/o. Binod Behari Dey ও Pradip Dey S/o. Late Binod Behari Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে Bijoy Shankar Mullick S/o. Gobinda Lal Mullick ও Bijoy Sankar Mullick S/o. G. L. Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৩ নং এফিডেভিট বলে Prakash Kumar Swain S/o. Dushashan Swain ও Prakash Kumar Swai S/o. D. Swai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭২০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nirmal Banerjee ও Nirmal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭২০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Milan Mistri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dulal Mistri ও P. Mistri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭১৯৯ নং এফিডেভিট বলে Sekh Rasid Ali S/o. Sekh Taher Ali ও Sk. Abdul Rasid S/o. Sk. T. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rina Mali W/o. Arumngam Mali ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পুত্র Naghendren Mali ও Naaghendran Mali S/o. Arumngam Mali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১১/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭২০১ নং এফিডেভিট বলে Dibyendu Mojumdar S/o. Arun Mojumdar ও Dibyendu Majumdar S/o. A. Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Mousumi Chowdhury D/o. Ganga Prasad Chowdhury ও Mousumi Saha W/o. Monojit Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সুশীল বিশ্বাস পিতা- ইশ্বর হাজরী বিশ্বাস জমির দলিলে আমার নাম সুনীল বিশ্বাস পিতা ইশ্বর হাজারীলাল বিশ্বাস আছে। ১৮/৩/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে সুশীল বিশ্বাস ও সুনীল বিশ্বাস এবং আমার পিতা হাজরী বিশ্বাস ও হাজারীলাল বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগন ১) আমিনা বিবি, ২) সেখ ইনতাজ, ৩) সেখ ইনসান, ৪) সেখ মুক্তার, ৫) সেখ আকতার, ৬) সেখ আজিজ, সর্ব্ব সাং- মোবারকচক, পোষ্ট-মাতকাতপুর, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-গনকে খড়্গপুর থানার অন্তর্গত মৌজা- মোবারকচক, জে.এল নং- ২১০, হাল এল.আর. জরীপের হাল ৬৯ নং খতিয়ান ভুক্ত রিঃ ও হাল এল.আর. জরীপের ১ দাগে জল ৩২.৬২ ডেঃ মধ্যে মোট ৩০.৫৮১২ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গত ইং০৬.০৩.২০২৪ তারিখে মেদিনীপুর রেজিষ্ট্রী অফিসের ৬১৩/২০২৪ নং দলিল দ্বারা গুলজান বিবিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা পশ্চাৎ কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

তাপস আঢ্য
এ্যাডভোকেট
জজকোর্ট, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

বিজ্ঞপ্তি

আমি গৌরাঙ্গ দত্ত, পিতা- ৺প্রিয়লাল দত্ত ধুবুলিয়া থানার অন্তর্গত বেলপুকুর বিদ্যালঙ্কার পাড়া, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। ১০ নং বেলপুকুর মৌজাধীন আর.এস ও এল.আর ২৩৭০ নং দাগের ১৪১০ নং খতিয়ান থেকে ১০ শতক জমি, গত ইং ২২/০৩/২০২৪ তারিখ কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২৩৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী ভৈরব ভট্টাচার্য্য, পিতা- ৺শিবরাম ভট্টাচার্য্য ওরফে নিবারন ভট্টাচার্য্য একই ব্যক্তি মহাশয় দ্বারা আমোক্তারনামা নিযুক্ত হইয়াছি এবং ১০ নং বেলপুকুর মৌজাধীন আর.এস ও এল.আর ২৩৭০ নং দাগের ১৬১৫ নং খতিয়ান থেকে ১০ শতক জমি, গত ইং ১১/১২/২০২৩ তারিখ কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২০৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১) শ্রী সুশোভন চ্যাটার্জী, পিতা- ৺শঙ্কর নাথ চ্যাটার্জী ২) শ্রী মানস ভট্টাচার্য্য, পিতা ৺শক্তি প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ওরফে শক্তি প্রসাদ ভাট্টাচার্য্য একই ব্যক্তি । ৩) শ্রীমতি কাকলী ভট্টাচার্য্য, স্বামী ৺সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ৪) শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য, স্বামী- ৺স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গন দ্বারা আমোক্তারনামা নিযুক্ত হইয়াছি।
উক্ত সম্পত্তি ২১.০৫.২০২৪ তারিখ আমোক্তারনামা বলে শ্রীমতী পৃথা দত্ত (সিনহা) স্বামী প্রাশান্ত সিনহা মহাশয়কে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত করা হয়। উক্ত সম্পত্তি (রের্কড/মিউটেশন) সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল এন্ড এল. আর.ও কৃষ্ণনগর -২ অফিসে লিখিত ভাবে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুসরে কার্য্য হইবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল অর্গানন হোমিও ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা ১৬২, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রীট, থানা-মুচিপাড়া, কলিকাতা -১২ সম্পূর্ণ দ্বিতল এরিয়া সহ একটি ফ্ল্যাট যাহার মাপ সুপার বিল্ট আপ ২৪১০ বর্গফুট তৎসহ কমন অংশ ও সুযোগ, সুবিধা, যাহার অবস্থান ১৬১/এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, থানা-মুচিপাড়া, কলিকাতা-১২ ক্রয় করিতে ৬ নং যদুনাথ দে রোড, থানা-বহুবাজার, কলিকাতা-১২ নিবাসী রঞ্জন কুমার সিনহা ওরফে সিংহ, পিতা মৃত দেবেন্দ্র নাথ সিনহা ইহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি / দাবী থাকিলে প্রামান্য নথি সহ সাত দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি আইনত ত্রুটিমুক্ত বলিয়া গন্য হইবে।

স্বপন কুমার ধর
এ্যাডভোকেট, সিটি সিভিল কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন তৃতীয়তল
কলকাতা-৭০০০০১
মো ঃ ৯২৩১৬৩৯৭০৪
১২.০৬.২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই জুন। ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ। শুক্র বার। অষ্টমী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ শুক্র বার ।সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(বিশ্ব রক্তদাতা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দক্ষিনেশ্বরে ফল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাড়িতে কেউ না থাকায় নিজের ঘরে মদের আসর বসিয়েছিলেন ফল ব্যবসায়ী। আর সেই আসরেই তাঁকে খুন হতে হল বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কামারহাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণেশ্বর মে দিবস পল্লীতে। মৃতের নাম অপূর্ব ঘোষ। যদিও তরুণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ধোঁয়াশায় তাঁর পরিবার। দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ রাতেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বরানগর আলমবাজারে ঘোষেদের ফলের ব্যবসা। প্রতিদিন সকালে অপূর্ব দোকানে যেত। আর রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে অপূর্ব বাড়ি ফিরে আসতো। মৃতের মা ঝুমা ঘোষ জানান,শরীর খারাপ লাগছে বলে বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ ছেলে দোকান থেকে বাড়ি চলে আসে। সন্ধে ছ'টা নাগাদ শেষবার ওঁর সঙ্গে কথা হয়। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ দোকান থেকে তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন ছেলে নিজের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তবে কি কারনে ছেলেকে খুন করা হল, তা

মৃত যুবক অপূর্ব ঘোষ।

বুঝতে পারছি না। তাঁর দাবি, প্রতিবেশীরা বাইকে করে দু'জনকে তাঁদের বাড়িতে আসতে দেখেছে। মৃতের পিসতুতো দাদা সৌরভ সাহা জানান, রাত ১১টা নাগাদ মামাতো ভাইয়ের দুই বন্ধু বাড়িতে এসেছিল এবং ওরা ১২ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মামা-মামি ফলের দোকান বন্ধ করে রাত ১২-৩০ নাগাদ বাড়িতে এসে দেখেন ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতবড় ঘটনা ঘটলেও, ঘোষ বাড়ির দুই ভাড়াটিয়া ঘটনার কিছুই টের পায়নি। সূত্রের খবর, ওইদিন রাতে নিজের বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসর বসিয়েছিলেন ওই ফল ব্যবসায়ী। মদের আসরে বচসার জেরে ওকে খুন করা হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলর অরিন্দম ভৌমিক বলেন, আগে ওই পরিবার বরানগর আলমবাজারে থাকতো। দু'আড়াই বছর আগে ওরা মে দিবস পল্লীতে বাড়ি কেনে। শুনেছি ছেলেটা বন্ধুদের নিয়ে নিজের ঘরে মদের আসর বসিয়েছিল। সেই আসরে যারা ছিল, তাদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বচসার জেরেই এই খুন। পুলিশ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে। এদিকে পুলিশ মৃতের মোবাইল ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে। এমনকি মৃতের বন্ধুদেরও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

রেলের উদ্যোগে উদ্ধার খোওয়া যাওয়া গয়না

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৪ এপ্রিল ১৮০২৯ আপ এলটিটি মুম্বই শালিমা এক্সপ্রেস থেকে ডাকাতির ঘটনায় খোয়া যায় ভারী সোনার গয়না। যৌথভাবে এই ঘটনার তদন্তে নামে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আরপিএফ এবং জিআরপি। এই ঘটনায় একটি আন্ত ন্ঃরাজ্য গ্যাংয়ের সন্ধান পান তারা। এরপর দুষ্কৃতিদের কাছ উদ্ধার করা হয় সেই অলঙ্কার। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনাটি ঘটে গত ২৪ এপ্রিল। ১৮০২৯ এলটিটি মুম্বাই-শালিমার এক্সপ্রেস ঝাড়গ্রাম এবং মেচেদার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তিন দুষ্কৃতি একটি দল ট্রেনে ওঠে। যাত্রীদের কাছ থেকে সোনা গয়না হাতিয়ে নেওয়াই ছিল তাদের পরিকল্পনা। তবে এই তিন দুষ্কৃতির মধ্যে একজন যাত্রীদের তৎপরতায় ট্রেনেই ধরা পড়ে। এরপর মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনে ওই দুষ্কৃতিকে জিআরপি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে একটি মামলাও নথিভুক্ত করা হয়। এরপর ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে, জিআরপি এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আরপিএফ টিম যৌথভাবে হরিয়ানার হিসারে একটি অভিযান চালায় এবং চুরি হওয়া গয়না উদ্ধার করে। পরবর্তীকালে, আদালতের আদেশ মেনে, উদ্ধারকৃত স্বর্ণালঙ্কারগুলি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

এইচপি ঘোষ হাসপাতালে নয়া প্রযুক্তির 'চেস্ট ট্রি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত এইচপি ঘোষ হাসপাতাল তাদের সর্বাধুনিক শ্বাসযন্ত্রের যত্ন বিষয়ক পরিষেবাগুলি প্রদর্শনের জন্য একটি অনন্য এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি 'চেস্ট ট্রি' চালু করার ঘোষণা করল। এই 'চেস্ট ট্রি' একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটি দল শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিস্থিতি মোকাবিলায় দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়।

বুধবার 'চেস্ট ট্রি' ইনিশিয়েটিভের উদ্বোধন ও উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এইচপি ঘোষ হাসপাতালের সিইও মি. সোমনাথ ভট্টাচার্য, ডা. অংশুমান মুখোপাধ্যায়, সিনিয়র কনসালটেন্ট, ডা. সুমিত সেনগুপ্ত, সিনিয়র কনসালটেন্ট, ডা. সংঘব্রত সুর, ডা. পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়, মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট এবং আরও অনেকে।

মেট্রোয় স্টিলের তৈরি থার্ড রেল বদলাবে অ্যালুমিনিয়মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়া পরিবর্তন কলকাতা মেট্রো রেলে। ৩৮ বছর পর ব্লু লাইনে ব্যবহৃত স্টিলের তৈরি কারেন্ট কন্ডাক্টিং থার্ড রেল এবার প্রতিস্থাপিত হতে চলেছে অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল দিয়ে। কলকাতা মেট্রোর থেকে দাবি করা হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ফলে ৮৪ শতাংশ শক্তি কম ক্ষয় হবে। এটি সম্পূর্ণ হলে, কলকাতা মেট্রো সিঙ্গাপুর, লন্ডন, মস্কো, বার্লিন, মিউনিখ এবং ইস্তাম্বুল মেট্রোর লিগের অন্তর্গত হবে যেখানে তৃতীয় রেলের এই ধরনের প্রতিস্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রতিস্থাপনের কাজ ইতমধ্যেই বৃহস্পতিবার থেকে নোয়াপাড়ায় শুরু হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী ২ বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। বলে আশা করা হচ্ছে. একটি জার্মান কোম্পানির উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা, চাকরির দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মেট্রো কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এই প্রতিস্থাপনের কাজের বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একটি জার্মান কোম্পানিকে দরপত্র দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রতিস্থাপনের কাজ দুই বছরের মধ্যে শেষ হবে। এখানে বলে রাখা ভাল, এই ধরনের অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল ইতিমধ্যেই পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো (গ্রিন লাইন), পার্পল লাইনের জোকা-তারাতলা মেট্রো সহ সমস্ত আসন্ন করিডোরে ইনস্টল করা হয়েছে। হঠাৎ-এই অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেলের প্রতিস্থাপন করার কারণ হিসেবে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, উচ্চতর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার জন্য সিস্টেমের ভোল্টেজ ড্রপ এবং পরবর্তী শক্তির ক্ষতি কমানোর ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও, অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলের কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে এবং এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল হবে। কলকাতার মতো একটি গরম এবং আর্দ্র শহরে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ, এই তৃতীয় রেলের সাথে তৃতীয় রেল কারেন্ট কালেক্টরের যোগাযোগের সময় টানেলের ভিতরে কম তাপ উৎপন্ন হবে। শুধু তাই নয়, নতুন এই তৃতীয় রেলের জন্য কোনও ঢালাইয়ের প্রয়োজন হবে না কারণ এই ধরনের দুটি রেল স্প্লাইস জয়েন্টের সাহায্যে যুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি এটি টানেলের ভিতরে বাতাসের গুণমান বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

বিস্ক ফার্ম বাজারে নিয়ে এল নিউট্রেশনে ভরপুর নতুন দুই রকমের বিস্কুট। 'ইট-ফিট ডাইজেসটিভ' আর 'ইট-ফিট আটা মারি'। শর্করাবিহীন, মিনারেলস-ফাইবার যুক্ত, পুষ্টিকর এই বিস্কুট খেতে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকরও।

পিছলো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ লোকসভা ভোটের কোপ পড়ল রাজ্যের বার্ষিক বাণিজ্য সম্মেলনের উপরেও। ভোটের জেরে ব্যহত হয়েছে প্রস্তুতি। তাই এবছর আর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে না। বদলে আগামী বছরের শুরুতেই সম্মেলন করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম সহ বিভিন্ন দফতর, বণিক সভা ও শিল্প সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হয় সেখানেই তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। গতবছর নভেম্বর মাসে বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল রাজ্য সরকার। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল এবারও নভেম্বর মাসেই সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। কিন্তু বাদ সেধেছে প্রায় তিনমাসের দীর্ঘ লোকসভা ভোটের পর্ব। সরকারি অন্যান্য নানা প্রকল্পের মতো বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিও ভোটের কারণে ধাক্কা খেয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

ডুমুরদহে তিনদিনের বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি হুগলির ডুমুরদহে বিশ্ব কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত তিনদিনব্যাপী বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রতিদিন প্রাতে শ্রীনাম পূজা, চণ্ডীপাঠ, গুরুপূজা, আচার্যাদি বরণ এবং বৈদিক মতে অরনীকাঠের ঘর্ষণের মাধ্যমে যজ্ঞের অগ্নি আনয়ন ও অগ্নি স্থাপন মাধ্যমে যজ্ঞের সূচনা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এখানে সমবেত হন দারুণ তাপদগ্ধ আবহাওয়া উপেক্ষা করে। সমাপ্তি দিবস প্রাতে নগর সংকীর্তন নিয়ে ভক্তরা এলাকা পরিভ্রমণ করেন। প্রতিদিন দু' হাজারের বেশি ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন বলে আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্মানন্দদেব মহারাজ।

দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে পূর্ব রেলে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবারের মতো যথারীতি এবারেও পুজোর মরশুমে বাইরে ঘুরতে যেতে চায় ভ্রমণ পিপাষু বাঙালিরা। আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত জায়গাতেই এই মরশুমে বাঙালির অবাধ বিচরণ। এরমধ্যে যেমন দার্জিলিং, সিমলার মতো পাহাড়ি জায়গা আছে, তেমনি পুরী-দিঘার সমুদ্রের আকর্ষণ-ও যথেষ্ট। তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে পুজোর মরশুমে রেল টিকিটের চাহিদা থেকে। আসন্ন দুর্গোৎসব মরশুমের জন্য টিকিট বুক করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিনগুলিতে। সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পুজোর ছুটিতে যাত্রার জন্য বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাজধানী

এক্সপ্রেস, দুরন্ত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, যোধপুর এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনগুলির চাহিদা তুঙ্গে। বুকিং উইন্ডো খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক ট্রেনগুলিতে টিকিটের চাহিদা শীর্ষে পৌঁছেছে এবং কিছু কিছু ট্রেনে ওয়েটিং লিস্টের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো হাই স্পিড/সেমি হাই স্পিড ট্রেনের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে যাত্রীরা। যা মূলত দার্জিলিঙের প্রতি বাঙালির নস্টালজিয়াকেই প্রমাণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন জনপ্রিয় গন্তব্যগুলির মধ্যে সিমলা, কাশ্মীর অন্যতম।

যাত্রীরা পূর্ব রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আইআরসিটিসি-র পোর্টাল এবং অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের টিকিট বুক করতে পারেন। বিশেষ ট্রেনের সময়সূচি এবং প্রাপ্যতা প্রকাশের জন্য ঘোষণাগুলিতে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দুর্গাপূজার সময় সমস্ত যাত্রীদের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সঠিক সময়ে পরিকল্পনা করে। তাই যাত্রীদের অগ্রিম টিকিট কেটে একটি সুন্দর যাত্রা উপভোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৪ জুন ২০২৪ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শুক্রবার

‘কাজ করুন, না হলে পদ ছাড়ুন’

মন্ত্রী, মেয়রদের কড়া বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেকের নিশানায় এবার মন্ত্রী ও পুরপ্রধানদের একাংশ। সূত্রের খবর, অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলে বার্তা দিলেন, ‘কাজ করুন, না হলে পদ ছাড়ুন।’ পঞ্চায়েত, পুরসভা এমনকি মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রেও ২০২৬-এর আগে এই নীতি গৃহীত হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল আর রাস্তা এই ৪ ক্ষেত্রে আরও কাজ করতে হবে। নবজোয়ার কর্মসূচিতে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণ করতে হবে। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর দলের অন্দরে এমনই বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। পাশাপাশি, সূত্রের খবর, অভিষেক এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর প্রশাসন বা সরকারে যোগ দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই। তবে ওড়িশায় বিজু জনতা দলের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা থেকে দলের সবার শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রথমে এক্স হ্যান্ডেলে রাজনীতি ও সংগঠন থেকে ‘ছোট্ট বিরতি’ নেওয়ার পোস্ট, আর তারপর দলের অন্দরে অভিষেকের এই বার্তা! স্বাভাবিকভাবেই যা উসকে দিয়েছে নানাবিধ জল্পনা।

প্রসঙ্গত, গতকাল এক্স-হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন অভিষেক। যেখানে তিনি জানান, চিকিৎসার কারণে রাজনীতি ও সংগঠন থেকে কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিচ্ছেন। সাংগঠনিক কাজ থেকেও দূরে থাকবেন। এক্স-হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যে শারীরিক সমস্যা চলছে, সেটার কারণে আমি সংগঠন থেকে ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি।’

তবে ‘ছোট্ট বিরতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইটের শেষার্ধে এই শব্দবন্ধ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক জল্পনা ছড়ায়। কারণ এর আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। আগে কখনও সংগঠনের কাজ থেকে বিরতি নেওয়ার কথা এভাবে ‘ঘোষণা’ করেননি তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। যদিও ‘ছুটি’র ব্যাখ্যা হিসাবে অভিষেক জানান, ‘গতবছর এরকম সময়ে নবজোয়ার যাত্রায় অংশ নিয়ে গোটা বাংলা ঘুরে দেখার এবং মানুষের সমস্যা বোঝার সুযোগ হয়েছিল আমার। একশ দিনের কাজ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষকে কী ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সে ব্যাপারেও আমার সম্যক ধারণা হয়েছিল। তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।’ অর্থাৎ জনগণের সুবিধা-অসুবিধা এবং চাহিদার কথা আরও ভাল ভাবে বোঝার জন্য এই সময় কাজে লাগাবেন তিনি।

পাশাপাশি তিনি আরও লেখেন, ‘২০২৪ লোকসভা ভোটের ফলাফল মানুষের রাগ ও হতাশা চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, বিশেষত কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে বাসস্থানের যে মৌলিক অধিকার তা উপেক্ষিত হওয়ায়। আমরা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এর সমাধান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছি।’ এখানেই শেষ নয়। অভিষেক আরও লিখেছেন,আমি বিশ্বাস করি, রাজ্য সরকার দ্রুত এবং ভালভাবে মানুষের সমস্যার সমাধান করবে এবং মানুষ যাতে ন্যায়বিচার পায় তা নিশ্চিত করবে।’

এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা. নির্বাচনের আগে ছ’মাস কার্যত নানারকম কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন ‘অসন্তুষ্ট’ অভিষেক। লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন। দলের প্রয়োজনের ছুটে গিয়েছেন সর্বত্র। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এক সঙ্গে সামনে এসেছে দলের সাফল্য উদযাপন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এসবের পরই অভিষেকের এই টুইটে জল্পনা চড়তে বাধ্য স্বাভাবিকভাবেই। এদিকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, তখনই জানা গিয়েছিল, প্রশাসনিক কাজ নিয়েও কিছুটা অসন্তুষ্ট রয়েছেন অভিষেক। অভিষেকের টুইটের শেষার্ধে উল্লেখ ছিল, সরকার যেন দ্রুত গতিতে প্রশাসনিকভাবে আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করে, এই আশা তিনি রাখছেন। অর্থাৎ, প্রশাসনের একাংশের কাজ নিয়ে তিনি যে অখুশি, তা কিছুটা আভাসও মিলেছে। পাশাপাশি অভিষেকের ঘনিষ্ঠ মহল বলছেন, পুরসভার প্রশাসনিক কাজ নিয়ে অখুশি অভিষেক। ২০২৬ সালে পুরসভা নির্বাচন রয়েছে। সূত্রের খবর, অভিষেক বেশ কয়েকজন মেয়র ও পুরপ্রধানদের কাজ নিয়েও অসন্তুষ্ট রয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট বার্তা হয় কাজ করুন, না হলে পদ থেকে সরে যান। আর এখানেই প্রশ্ন উঠে গেল, নতুন করে পুরনো অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কি না তা নিয়েই।

নবান্নে অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র

দফতরে কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে ৩ দফতরের বসানো হবে সিসিটিভি। এই তিন দফতর হল অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র। সিসিটিভির মাধ্যমে কড়া নজরদারি চলবে সর্বত্রই। শুধু তাই নয়, এর রিপোর্ট পাঠাতে হবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দফতরে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কি করে বাইরে যাচ্ছে খবর তা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশের করার পর এবার কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের।

তৃণমূল জমানায় এখন রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় হাওড়ার নবান্ন। দ্বিতীয় হুগলি সেতু লাগোয়া এই ভবনের চোদ্দোতলায় বসেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন তলায় রয়েছে অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রের মতো রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দফতরও। কিন্তু নজরদারি এত ঢিলেঢালা কেন তা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গতকাল, মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠক হয় নবান্ন সভাঘরে। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সব খবর বেরিয়ে যাচ্ছে। নবান্নে সিসিটিভি আরও জোরদার করুন। নজরদারি হচ্ছে না। সিনিয়র আইপিএস অফিসার মনোজ ভার্মাকে নির্দেশ, নজরদারি বাড়ান। এত ফাঁকফোকর কেন? মনিটরিং বাড়িয়ে দিন’। জানতে চান, ‘আমার ঘরে ঢুকলে যেমন সবাই মোবাইল রেখে ঢোকেন, তেমনই অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দফতরে ঢোকার সময়ে কেন মোবাইল বাইরে রাখেন না। এবার থেকে মোবাইল বাইরে রেখে ঢুকতে হবে।’

আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডানলপ নর্দান পার্কের বাসিন্দা জাতীয় স্তরের প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার কমল সরকার। যদিও এলাকায় তিনি কাজু নামেই পরিচিত। গত ২৩ মে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদার ও তাঁর দলবল তাঁকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার কাজু জানান, রাতে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পাড়ার মোড়ে স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারের এক অনুগামী তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকে। প্রতিবাদ করলে বচসা থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। কাজুর অভিযোগ, পেছনে থাকা স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজো এসে তাঁকে মারধর করেন। ঘটনায় আতঙ্কিত ওই প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার। কাজুর দাবি, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে মার খেতে হল। কাজুর ধারণা, গত ২৩ মে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। সেটাই মনে হয় তাঁর অপরাধ। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদারের দাবি, ওনাকে মারধর করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাতে নেশা করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভুলভাল বকছিলেন। তিনি নিজে ওনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।

সংগঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করিনি, করব না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংগঠনের কাজে আগ্রহী নন। সঙ্গে সংগঠনেও হস্তক্ষেপ করেন না বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হঠাৎ-ই এমন এক বক্তব্য সামনে আসার পর বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কারণ, লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর থেকেই রাজ্য বিজেপি-র অন্দরে শুরু হয়েছে কোন্দল। বারবার বিভিন্ন তাবড় তাবড় বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন। চলেছে দড়ি টানাটানি। দায় ঠেলাঠেলি। একাধিকবার দলের সিদ্ধান্তকে ‘দায়ী’ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খোদ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা গিয়েছিল, সব সিদ্ধান্ত তিনি নেন না, কিন্তু রাজ্য সভাপতি হওয়ার দরুন দায় তাঁকেই নিতেই হবে। রাজনৈতিক কারবারিদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন আকার ইঙ্গিতে এই সকল রাজ্য নেতারা কি বিজেপির ফলাফল খারাপের পিছনে আঙুল তুলছেন শুভেন্দু অধিকারীর দিকে? আর সেই কারণেই কি অভিমান হয়েছে বিরোধী দলনেতার, এই প্রশ্নই ঘুরছে বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে তবে কি বিরোধী দলনেতার তাঁর কৌশলী বার্তায় বোঝালেন যে তিনি সংগঠনের কাজে আগেও হস্তক্ষেপ করেননি? কারণ, শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘আমাকে যেখানে প্রচার করতে যেতে বলা হয় সেখানে যাই। সংগঠিত করার কাজ আমার নয়। কেবলমাত্র আমার জেলাতে পার্টির সংগঠনের নেতারা রাজ্যের নির্দেশিকাও যেমন পালন করেন, আমার পরামর্শও মেনে চলেন। এর বাইরে সাংগঠনিক ব্যাপারে আমি কোনও দিন হস্তক্ষেপ করি না।’ একদিকে, যখন সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘সিদ্ধান্ত হয়ত অন্য কেউ নেবে। তবে দায় আমাকেই নিতে হবে।’ সেখানে আবার বিরোধী দলনেতাও বলছেন, সংগঠনের কোনও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর কাজ নয়। ফলে খারাপ ফলাফলের দায় ঠিক কার তা স্পষ্ট না হওয়ায় দায় ঠেলাঠেলি অব্যাহত।

বর্তমানে বঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি পদে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তবে সদ্যই তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। বিজেপি-র সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী একজন যেহেতু দুই পদে থাকতে পারেন না, সেক্ষেত্রে কে হতে পারেন বঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তা নিয়েও একটা জল্পনা চলছেই। এদিকে রাজ্য সভাপতির দৌড়ে প্রথমেই নাম আসছে শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর পরিশ্রম, তৃণমূল বিরোধিতার চড়া সুর এই লড়াইয়ে নন্দীগ্রামের বিধায়ককে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভোটের ফলাফলের পর থেকেই দেখা গিয়েছে, একাধিক রাজ্য বিজেপি-র প্রথম সারির মুখ প্রকাশ্যেই মুখ খুলেছেন। বিশেষ করে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষের পরাজয়ের পর প্রথমেই মেদিনীপুর থেকে তাঁকে সরিয়ে কেন কেন্দ্র বদল করা হল সেই প্রশ্ন খোদ দিলীপ যেমন করেছেন, পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন সৌমিত্র খাঁ, জগন্নাথ সরকাররা। এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দু জানান, ‘সাংগঠনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না, ভবিষ্যতেও করার কোনও ইচ্ছা নেই।’ ফলত, যে সময় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা নিয়ে চর্চায় প্রথমেই শুভেন্দুর কথা উঠে আসছে সেখানে তিনি রাজ্য সভাপতি হতে চান না একথাই কি বুঝিয়ে দিয়েছেন এই মন্তব্যে? রাজনীতির কারবারিরা তেমনটাই কিন্তু অনুমান করছেন।

পরাজয়ের পর দিলীপ ঘোষকে একদিকে যেমন বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘কিছু তো আছেই। পার্টির পুরনো প্রতিষ্ঠিত নেতাদের হারানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল? লোকে হারা সিট জেতার জন্য প্ল্যানিং করে। এখন তো মনে হচ্ছে জেতা সিট হারানোর জন্য প্ল্যানিং হয়েছে।’ আবার জগন্নাথ সরকারও জানিয়েছেন, মনোনয়ন জমার আগের দিন কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। অন্যদিকে সৌমিত্র খাঁ আরও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, ‘২৫ জনের কোর কমিটির মধ্য ২০ জন অযোগ্য। দল ভোগ করছে। দিলীপদার লড়াকু মনোভাব ও মুকুল রায়ের রণনীতির যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা আগে ১৯টা সিট পেয়েছিলাম। দিলীপ ঘোষের মুখ ছিল। দুটো কাজ হয়েছে। এখানে শুভেন্দুদা আছেন। কিন্তু তাঁর পিছনে যাঁরা আছে তাঁদের তো আমাদের কাজ করতে হবে।’ ফলত, এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, হয়তো ঘুরিয়ে নাক ধরতে চাইছেন বঙ্গ বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। নাম না করেই খারাপ ফলের দায়ভার ঠেলছেন শুভেন্দুর দিকে। অথবা কোনওটাই নয়।

বীজপুরে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র জুড়ে। বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বীজপুর থানার কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ভুতবাগান ব্রহ্মস্থান স্টোর ব্লক এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, এদিন সকালে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে বিজেপির কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ওরা কার্যালয়ের পাঁচিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এমনকি দরজা ভেঙে কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ওরা আসবাবপত্র-সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। উত্তেজনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় বীজপুর থানার পুলিশ। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি শৈলেন্দ্র সিংয়ের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই তৃণমূলের লোকজন তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল।

নিট দুর্নীতির অভিযোগে এআইডিএসও-র মিছিলে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট ইউজি পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্নীতি। নিট-এর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্নীতি এবং স্নাতকে ভর্তির নির্দেশিকা প্রকাশে সরকারি টালবাহানার অভিযোগ তুলে বিকাশ ভবন অভিযান এআইডিএসও-র। স্নাতকের ভর্তির নির্দেশিকা প্রকাশে সরকারি টালবাহানার বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র তরফ থেকে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয় বিধাননগরের করুণাময়ীতে। এই বিক্ষোভকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে করুণাময়ী।

সূত্রে খবর, ডিএসও সমর্থকেরা মিছিল করে বিকাশ ভবনের উদ্দেশে যখন যাচ্ছিলেন সেই সময় করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের সামনে তাঁদের আটকায় পুলিশ। এরপর তাঁদের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের। অবশেষে ডিএসও-র ২৫ থেকে ৩০ জন কর্মীকে আটক করে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে এক আন্দোলনকারী জানান, ‘উচ্চশিক্ষা দফতর এখনও পর্যন্ত নোটিশ বের করেনি। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওরা। এর বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন।’ একইসঙ্গে অপর এক আন্দোলনকারীও বলেন, ‘আমার এখানে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে এসেছি। রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কলেকে ভর্তির প্রক্রিয়ার বিষয়ে কিছু জানায়নি। নিটে এত বড় দুর্নীতি। যারা আসল দোষী তাদের না ধরে আন্দোলনকারীদের অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

এদিকে এদিনই সর্বভারতীয় মেডিক্যালের প্রবেশিকা নিট ইউজি-র দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের ২৩ জুন নিট ইউজি-র আয়োজন করবে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ৩০ জুন। তবে নিট ইউজি উত্তীর্ণ সবাইকে এই পরীক্ষায় বসতে হবে না। যে ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল, কেবলমাত্র তাঁদেরই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এনটিএ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৪ জুন প্রকাশিত হয় নিট ইউজির রেজাল্ট। তার পর থেকেই কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হন পরীক্ষার্থীদের একটা অংশ। তাঁদের দাবি, এবারের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তাছাড়া অন্যায়ভাবে বেশ কিছু পরীক্ষার্থীকে এনটিএ গ্রেস মার্কস দিয়েছে বলেও অভিযোগ। যা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই পরীক্ষার্থীরা। এই বছর নিটে প্রথম স্থান অধিকার করেন মোট ৬৭ জন। তারপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরীক্ষার্থীদের একটা অংশ। সঙ্গে সরব হয় একাধিক বিরোধী দল। পরীক্ষা বাতিল এবং কাউন্সেলিং বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে দায়ের হয় একাধিক মামলা। তবে নিট নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠলেও কাউন্সেলিংয়ে এখনও কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাউন্সেলিং হবে বলে খবর।

বাতিল রেশন কার্ডের তথ্য চাইল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির ঘটনায় এবার কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার বাতিল রেশন কার্ডের তথ্য চেয়ে ফের খাদ্য দফতরে চিঠি দিল ইডি। এই নিয়ে তৃতীয়বার চিঠি দেওয়া হল ইডির তরফ থেকে। একইসঙ্গে এটাও জানানো হয়েছে, প্রথম দুটি চিঠির উত্তর না দেওয়ায় এই তৃতীয় চিঠি পাঠানো হল।

২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কত রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে দুর্নীতি হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে তলব করে নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। তবে ইডি-র দাবি, ঋতুপর্ণা ছাড়াও আরও ৫০ জন সুবিধাভোগীর কাছে গিয়েছে রেশন দুর্নীতির টাকা। তদন্তে ইডি-র নজরে রয়েছে সেই ৫০ জন। তদন্তকারীদের বক্তব্য, ভুয়ো কৃষক দেখিয়ে তাঁদের কাছেও পৌঁছেছে দুর্নীতির টাকা। প্রত্যেকেই বাকিবুর রহমান ও জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বলে তদন্তকারীদের বক্তব্য।

প্রসঙ্গত, এর আগে দু’বার চিঠি পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু চিঠি পাঠানোর পর দীর্ঘ সময় তদন্তকারীদের উত্তরের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। খাদ্য দফতর থেকে দুবারই চিঠির কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই চলতি সপ্তাহেই তৃতীয় চিঠি পাঠানো হয়। এই চিঠিরও কোনও উত্তর যদি না পান, তাহলে তদন্তকারীরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে তদন্তকারীদের হাতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে। প্রচুর বাতিল রেশন কার্ড কিংবা ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমেও রেশন তোলা হয়েছে। খাতায় কলমে সেই সংক্রান্ত হিসাব তদন্তকারীরা পেয়েছেন বলে সূত্রের খবর। সে বিষয়ে খাদ্য দফতরের কী বক্তব্য, সেটাই জানতে চান তদন্তকারীরা।

চিকিৎসা ক্ষেত্রকে লজ্জায় ফেলেছে ‘নিট জালিয়াতি’

নিরপেক্ষ তদন্ত চাইলেন ড. কুণাল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪ এর নিটের ফলাফল নিয়ে বিতর্ক চরমে। এমনকি মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ভারত জুড়ে নিট পরীক্ষার স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ড. কুণাল সরকার এবং শিক্ষক ড. অর্কদীপ বিশ্বাস। ড. কুণাল বলেন, ‘এবার নিট পরীক্ষার ফলাফলে একটি বড় জালিয়াতি সামনে এসেছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই এর সত্যতা বেরিয়ে আসবে।’ এবিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘মেডিক্যালের সিটের একটি বড় অংশ নিলামের বাজারে রয়েছে। যে কারণে এ ধরনের পরীক্ষার ফলাফল উঠে এসেছে। এই পরীক্ষার ফলাফল যোগ্য প্রার্থীদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।’

এ বিষয়ে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তিনি রাজ্য সরকারের কাছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাঁদের আইনি পরামর্শ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রথমে নিট সংক্রান্ত মামলায় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়, ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। পরে আবার চাপের মুখে কমিটির তরফে ওই ১৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীর স্কোরকার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনটিএ-র তরফে সুপ্রিম কোর্টে আর এক বিবৃতিতে জানানো হয়, যেসব পরীক্ষার্থীদের স্কোরকার্ড বাতিল করা হচ্ছে, তাঁদের ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। আগামী ২৩ জুন এই পরীক্ষা হবে। এবং ৩০ জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। এই নিয়ে ড. কুণালের সাফ মন্তব্য, ‘গ্রেস মার্কস উল্লেখ করে বড় আগুন দমনের চেষ্টা চলছে। বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত হলেই সত্য বেড়িয়ে আসবে বলে বিশ্বাস। ’ একইসঙ্গে অধ্যাপক তথা ড. অর্কদীপ বিশ্বাসও নিট পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এদিন।

উল্লেখ্য, গত ৫ মে নিট পরীক্ষা হয়। দেশ জুড়ে ৪৭৫০ সেন্টারে মোট ২৪ লাখ পরীক্ষার্থীরা ডাক্তারির পরীক্ষায় বসেন। ১৪ জুন নিট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও, আচমকা লোকসভার ফল প্রকাশের দিনই নিট পরীক্ষার ফল বের হয়। দেখা যায়, ৬৭ জন পরীক্ষার্থী ৭২০ তে ৭২০ পেয়েছেন। এর মধ্যে আবার ৬ পরীক্ষার্থী হরিয়ানার ফরিদাবাদের একই সেন্টারের। এরপরই দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে শুরু করে। একইসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে গ্রেস মার্কস নিয়েও। নিটের ফলাফল নিয়ে দেশের ৭টি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। ডাক্তারির মতো এক সংবেদনশীল পরীক্ষায় এইরকম কীভাবে হল, তা খতিয়ে দেখতে নড়েচড়ে বসে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্পাদকীয়

চিপকো আন্দোলনের প্রতিরোধের সামনে সরকারকে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছিল

জলস্তরের অবনমন, জলাশয়ের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রধানত প্রখর দাবদাহের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য হয়। নানা ধরনের কারণ দর্শানো হয় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য। প্রথমে চাষাবাদের প্রসঙ্গে আসি। অ-সেচসেবিত এলাকার চাষাবাদ নির্ভরশীল পাম্প দ্বারা তোলা ভূগর্ভস্থ জলের উপর। যে-হেতু জলস্তর ক্রমশ নিম্নগামী, সে-হেতু পাম্পকে প্রায় এক মানুষ সমান গর্ত করে নামিয়ে দিতে হয়। সে যে কী পরিশ্রমের এবং খরচসাপেক্ষ কাজ, তা একমাত্র চাষিরাই জানেন। জলস্তর নেমে যাওয়ার প্রধান কারণ যথেচ্ছ জল উত্তোলন। জলস্তরের ঘাটতি পূরণ করার একমাত্র উপায় বৃষ্টিপাত, যেটি বর্তমানে ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত উষ্ণায়নের কল্যাণে। আগে জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ বলে একটি দফতরের কাছে তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণীত এলাকাভিত্তিক জলস্তরের তথ্য থাকত। ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন সংক্রান্ত কোনও প্রকল্প তাদের অনুমতি ছাড়া রূপায়িত করা যেত না। বর্তমান অবস্থার কথা অবশ্য জানা নেই। এ বার শহরের সরোবরের প্রসঙ্গে আসা যাক। এক সময় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণে ধর্মের দোহাই দিয়ে সরোবরের নির্মল জলকে অপরিষ্কার করা হত, মহামান্য ন্যায়ালয়ের আদেশবলে সেটি বন্ধ করা গেছে সাময়িক ভাবে। কিন্তু সরোবরের জলস্তর নেমে যাওয়া, যেটি স্রোতস্বিনী নয়, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। রবীন্দ্র সরোবরের সঙ্গে কলকাতাবাসীর আত্মিক যোগ! শুধু নির্মল বাতাস নয়, অনেকের অনেক স্মৃতির পটভূমি হল এই লেক। শুধুই আকাশছোঁয়া বাসস্থান এই জলস্তর নেমে যাওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে না। উষ্ণায়ন এবং জলস্তরের অবনমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত! নির্দ্বিধায় গাছ কাটা এবং পারিপার্শ্বিক জলাশয়গুলিকে কেউকেটাদের মদতে ভরাট করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতাকে মূলধন করে। তবেই যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডারকে অটুট রাখবে। মহান পরিবেশপ্রেমী প্রয়াত সুন্দরলাল বহুগুণার চিপকো আন্দোলনকে স্মরণ করে শেষ করি। এক-একটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে মহিলাদের যৌথ প্রতিরোধের সামনে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রেও একই ভাবে জোট বাঁধতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে।

আনন্দকথা

এইবার ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন, দেখল বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ির কর্তা। মাস্টার এই নূতন আসিতেছেন। এখনও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। কেবল দক্ষিনেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

(সর্বধর্ম-সমন্বয়)

কয়েকদিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরের সিঁড়ির উপর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৪টা-৫টা হইবে। মাস্টার কাছে বসিয়া আছন।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঠাকুর নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতা — তাহাতে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাজ ঠাকরে

১৯৬৭ *বিশিষ্ট উদ্যোগপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লার জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজ ঠাকরের জন্মদিন।*

১৯৮৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জুবিন নৌটিয়ালের জন্মদিন।*

পানিহাটির ৫০৮ বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত চিঁড়া-দধি উৎসব বা দন্ড-মহোৎসব

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব সংস্কৃতির সাথে পানিহাটির যোগ প্রায় কয়েকশো বছরের। ভাগীরথীর তীরে পাশাপাশি দুটি গ্রাম পানিহাটি আর খড়দহ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত ও প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি একটি প্রধান বানিজ্যস্থান রূপে পরিচিত। সেসময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পণ্ডিতগনের মতে পণ্যহট্ট বা পণ্যহট্টের উপদেশ পানিহাটি বা পেনেটি।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্যমন্ডিত সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাসের পুত্র ছিলেন বৈষ্ণবকুল-চুড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর ইন্দ্রের মতো বিপুল ঐশ্বর্য ছিল। জমিদারের পুত্র রঘুনাথ একজন সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ঐশ্বর্য হেলায় পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর রূপসী পত্নী কে ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অসামান্য ত্যাগ, আনুগত্য ও ভক্তিভাবের নজীর বৈষ্ণব জগতে এক বিরল নজীর।

একসময় রঘুনাথ সংবাদ পান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করছেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে মহাপ্রভুর কৃপালাভের আশায় শান্তিপুরে ছুটে যান। তিনি মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে জানান যে রঘুনাথ সাংসারিক জীবন ত্যাগ করে তাঁর পদযুগলে ঠাই নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে নির্দেশ দেন এবং সংসার কর্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করেন। মনে একরাশ হতাশা এবং দুঃখ রেখে রঘুনাথ বাড়ি ফিরে যান।

এদিকে শান্তিপুরে পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাগমনের বার্তা পেয়ে পুনরায় রঘুনাথ শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। মহাপ্রভু রঘুনাথের উদ্দেশ্যে বলেন —

‘স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল।।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্য লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।
এত কহি’ মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি’ মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।’

সংসারের প্রতি রঘুনাথের এরুপ উদাসীনতা এবং জমিদারীর প্রতি অনীহা দেখে তাঁর পিতা মাতা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা স্থির করলেন রঘুনাথের বিবাহ দেওয়ার। এক সুন্দরী কন্যার সাথে ছেলের বিবাহ দিলেন। কিন্তু চৈতন্য প্রেমে বিভর রঘুনাথ সংসার করতে পারলেন না।

রঘুনাথ তাঁর প্রভু শ্রী চৈতন্যের চরণে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় বারবার প্রত্যাখিত হয়ে স্থির করলেন নিতাই চাঁদ কৃপা না করলে গৌরাঙ্গ প্রভুর আশ্রয় লাভ করা কঠিন। একদিন তিনি খবর পেলেন হরিনাম সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সেই সময় পুণ্যহট্ট (বর্তমানের পানিহাটি) তে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে পিতা মাতার অনুমতি নিলেন এবং পানিহাটির দিকে রওনা হলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

১৫১৬ সালের ‘জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী’ তিথিতে জমিদার পুত্র রঘুনাথের আগমনে পানিহাটি জুড়ে সাড়া পড়ে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন ‘রে রে চোরা। আয় তোকে আজ দণ্ড দিব’। দণ্ড বলতে শাস্তি প্রদান করা। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে এই দণ্ড দিলেন যে — ‘তুমি সমস্ত বৈষ্ণব- ব্রাহ্মণ, ভক্তবৃন্দ এবং দীনদুঃখীদের পরম তৃপ্তির সহিত দধি-চিঁড়া-মিষ্টি সহ ভোজন করাবে’।

চৈতন্য চরিতামৃত থেকে,
‘দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হইল রঘুনাথ মনে।।’

একথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিঁড়া মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। এদিকে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভক্তগণ সর্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। সেই থেকে এই লীলা বা কাহিনী ক্রমে ‘দণ্ডমহোৎসব’ নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

সেইদিন কয়েকশ ভক্তদের রঘুনাথ দধি-চিঁড়া-মিষ্টি সহযোগে মালসায় করে ভোগ বিতরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাল্পনিক ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে সেই ভোগ গ্রহণ করেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তার ধ্যানে জানতে পেরে তথায় স্বদেহে এলেন।

‘মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা,
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা’। (চৈঃচঃ অন্ত্যলীলা)

সেইদিন এক মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। সেই রীতি মেনে আজও সেই উৎসব পালন করা হচ্ছে।

এই উৎসব এ বহু মনীষীদের পদধূলি পড়েছিল। তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রাণের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পেনেটির দণ্ডমহোৎসবে ভক্তবৃন্দসহ যোগদান করেছিলেন। পানিহাটিকে শ্রী রামকৃষ্ণ মহাতীর্থ মনে করতেন, যাহা প্রত্যেক পানিহাটিবাসীর কাছে একটি গৌরব। এই প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চবটীতে শ্রী রামকৃষ্ণ ও মাষ্টার (মহেন্দ্র গুপ্ত-শ্রীম) এর কথপকথন, শ্রী রামকৃষ্ণের এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি দক্ষিণেশ্বর পানিহাটি (পেনেটি) র মত মহাতীর্থ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে।

এই উৎসব এ বহু মনীষীদের পদধূলি পড়েছিল। তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রাণের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পেনেটির দণ্ডমহোৎসবে ভক্তবৃন্দসহ যোগদান করেছিলেন। পানিহাটিকে শ্রী রামকৃষ্ণ মহাতীর্থ মনে করতেন, যাহা প্রত্যেক পানিহাটিবাসীর কাছে একটি গৌরব। এই প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চবটীতে শ্রী রামকৃষ্ণ ও মাষ্টার (মহেন্দ্র গুপ্ত-শ্রীম) এর কথপকথন, শ্রী রামকৃষ্ণের এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি দক্ষিণেশ্বর পানিহাটি (পেনেটি) র মত মহাতীর্থ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবতলা প্রাঙ্গনে ১৯৪৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পদধূলি পড়েছিল। যাদের পদধূলিতে এই দণ্ডমহোৎসব খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে- শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব, শ্রী রামদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রী অমূল্য ধন রায়ভট্ট, শ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবতলা প্রাঙ্গনে ১৯৪৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পদধূলি পড়েছিল। যাদের পদধূলিতে এই দণ্ডমহোৎসব খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে- শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব, শ্রী রামদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রী অমূল্য ধন রায়ভট্ট, শ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পানিহাটি দণ্ডমহোৎসবতলার শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দিরের সেবাইত বন্ধু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, গত বছর থেকে প্রশাসন অনেক সুন্দরভাবে মেলা ও উৎসব নিয়ন্ত্রণ করছে। লোকসংখ্যা কমে গেলেও যাতে ভক্তরা সুষ্ঠভাবে পুজো দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই উৎসব পালিত হয়ে চলেছে। এই বছর উৎসবটি ২০শে জুন ২০২৪ বৃহস্পতিবার পরেছে। সেইদিনে হাজার হাজার ভক্ত সমাগমে পানিহাটি যেন এক বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হবে। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মেলা। এই পানিহাটি দন্ডমহোৎসব তলা মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর মতো প্রমুখ বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ত্বের পদধূলিপূর্ণ। প্রতিবছরের ন্যায় শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দিরে সকাল চারটে নাগাদ মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভারম্ভ হবে। এই উৎসবের প্রস্তুতি ২ মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। ‘জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী’ তিথিতে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলিতে ধন্য ও শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব এবং শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি রঞ্জিত বৈষ্ণব তীর্থ পুণ্যভূমি পানিহাটিতে গঙ্গাতীরবর্তী পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবতলায় প্রভু নিত্যানন্দের লীলা সাক্ষী সেই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের ছত্রছায়ায় এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে প্রত্যেক বছরের ন্যায় মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ‘দণ্ড মহোৎসব’ পালিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর ভক্তবৃন্দ এসে উপস্থিত হন।

প্রায় ৫০৮ বছর অতিক্রান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনার নিদর্শন বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীপাট পানিহাটি ও শ্রী নিতাই কৃপা মহোৎসব যা কিনা ‘দণ্ড মহোৎসব’ (চিঁড়ার মেলা) নামে সুপরিচিত। আজও সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। এতদুপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, বাউল গান ও বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের রামদাস বাবাজী মহারাজ সম্প্রদায় কর্তৃক ‘দণ্ডমহোৎসব’ লীলাকীর্তনের আয়োজন করে হয়েছে। এই উৎসব পরিচালনায় থাকে পানিহাটি পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন। এই দিনটিতে বাংলা তথা সারা ভারত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। মূলমন্দিরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। এই উৎসবটি সারা ভারত তথা বিদেশে (বাংলাদেশ, আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া) সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। চৈতন্য চরিতামৃত

২। পানিহাটি দন্ডমহোৎসব লীলা

৩। সেবাইত বন্ধু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দির পানিহাটি দণ্ডমহোৎসবতলা)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সোহমের জামিন, পিপি অফিসে দীর্ঘক্ষণ থাকায় আবারও বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলেন তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। ২০০০ টাকার বন্ডে জামিন দেন বারাসাত আদালতের সিজেএম।

প্রসঙ্গত, ৭ জুন নিউটাউনের এক হোটেল মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। এনিয়ে থানায় অভিযোগ হলেও কোনও কাজ না হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রেস্তোরাঁ মালিক। ফলে তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। নিরাপত্তা ও তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। গোটা ঘটনায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার আদালতে উঠবে মামলা। তার আগেই বারাসাত আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেছিলেন তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।

আদালতে এসেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি সোহমের। তৃণমূল বিধায়ক অভিযুক্ত হলেও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সোহম চক্রবর্তী পিপি অফিসে বসে থাকা ও চা খাওয়াকে নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযুক্ত হয়ে পিপি অফিসে বসে থাকা যায় না এমনটাই জানিয়েছেন বারাসাত আদালতের আইনজীবী নিমাই রায়। পিপি অফিস অভিযুক্তর জন্য নয়, অভিযোগকারীর জন্য। যদিও সরকারি আইনজীবী শান্তময় বসু জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কারণেই পিপি অফিসে বসেছিলেন সোহম।

আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করার পর সোহম চক্রবর্তী দীর্ঘক্ষণ পিপি রুমে বসে অপেক্ষা করেন এবং সেই পিপি রুমে বসে অপেক্ষা করাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জটিলতা শুরু হচ্ছে কারণ একজন অভিযুক্ত আদালত কক্ষে না বসে কেন পিপি রুমে চায়ের সঙ্গে খোশগল্পে বসেছেন তা নিয়ে আবার রাজনৈতিক দল থেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যদিও সোহম চক্রবর্তী প্রায় দু'ঘন্টা পিপি রুমে বসে থাকার পর সেখান থেকে বেরিয়ে বারাসাত থানায় এসে বসেন। তাঁর আইনজীবীদের ব্যাখ্যা, আদালত চত্বরের বাইরে গেলেও বারাসতের বাইরে তিনি যাননি, যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্দেশ দিচ্ছেন বিচারক ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বারাসতেই ছিলেন।

জামাইষষ্ঠীতে খেতে ডেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শেওড়াফুলি: জামাইষষ্ঠীতে খেতে ডেকে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। শোরগোল স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে। কাঠগড়ায় স্ত্রীর প্রেমিক। পুলিশ সূত্রে খবর, হাওড়ার মাকরদহের বাসিন্দা দীপঙ্কর কুণ্ডু (৪৪) গত আড়াই বছর ধরে হুগলির বৈদ্যবাটির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মানিক ঘোষের বাগান এলাকায় স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। কাজ করতেন সিকিউরিটি গার্ডের। বুধবার রাতে বৈদ্যবাটি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংলগ্ন নির্জন এলাকায় দীপঙ্কর কুণ্ডুকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই ডেকে আনেন প্রশাসনের লোকজনকে। খবর পেতেই কাউন্সিলর অভিজিৎ গুহ পুলিশে খবর দেন। ছুটে আসে শেওড়াফুলি ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁরাই দীপঙ্করকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দীপঙ্করের। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে।

মৃতের বোন মৌমিতা শ্রীমানি ঘটনার পিছনে তাঁর বউদি অর্থাৎ জ্যোতি কুণ্ডুর হাত দেখছেন। মৌমিতা দেবীর অভিযোগ, 'বৈদ্যবাটিতে প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বউদির। এনিয়ে দাদার সঙ্গে অশান্তি হত প্রায়শই। গত তিন-চারদিন আর বউয়ের কাছে আসেননি দাদা। এরই মধ্যে জামাইষষ্ঠীতে বৈদ্যবাটির বাড়িতে খেতে ডাকে। সেখানেই বউদির প্রেমিক তাঁকে কুপিয়ে খুন করে।' ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। জ্যোতি কুণ্ডুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অন্যদিকে মূল অভিযুক্ত রিজু মাঝির খোঁজেও শুরু হয়েছে তল্লাশি।

মৃত্যুর পর বাবা-মাকে হারানো শিশু হস্তান্তর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা হাসপাতালে জন্ম নেওয়ার ৪৮ দিন পর কথাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার হস্তান্তর করল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে।

জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার বলাগড় থানার এক গ্রামের প্রসূতি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কথাকে প্রসব করার পরই ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়। এই খবর পেয়ে তাঁর স্বামীও আত্মহত্যা করেন। কথার পরিবারের লোকজন দিনকয়েক তার খোঁজখবর নিলেও পরে আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি। এই পৃথিবীতে কথা একা হয়ে যায়। সেই থেকেই কথা হাসপাতালের নার্সদের লালনপালনে একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠে। নার্সরাই আদর করে তার নাম রাখে কথা। সেই থেকেই একটি নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা শিশু সবার কাছে হয়ে ওঠে কথা। কিন্তু সরকারি আইনের বাধ্যবাধকতায় কথাকে হাসপাতাল থেকে যেতেই হবে। সেই কথার যাওয়ার দিনটি এসে যায় বৃহস্পতিবার।

এদিন কালনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পূর্ব বর্ধমান চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির লোকজনের হাতে হস্তান্তর করে কথাকে। হস্তান্তর করার সময় এই হাসপাতালের নার্স কর্মচারীরা কথার জন্য শিশুখাদ্য ও খেলনা প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন ডা. মানস দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গৌতম বিশ্বাস, তন্দ্রা ঘোষ প্রমুখ।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে এসি বসালেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভ্যাপসা গরমে ক্লাসরুমে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছে না পড়ুয়ারা। তাই কচিকাঁচাদের কথা মাথায় রেখে ক্লাসরুমেই এসির ব্যবস্থা করেছে নদিয়ার রানাঘাটের একটি স্কুল। তাপপ্রবাহে পুড়ে যাচ্ছে বঙ্গবাসী। জেলায় জেলায় ক্রমশ বাড়ছে তীব্র তাপপ্রবাহ। এরই মধ্যে গরমের ছুটি ফুরিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। মাথায় গনগনে রোদ নিয়েই স্কুলে আসতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। অনেক অভিভাবক আবার শিশুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কথা ভেবে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন শিক্ষকরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের অর্থ দিয়ে ক্লাসরুমের জন্য কিনলেন এসি। আর তা দেখে খুশি আর ধরে না পড়ুয়াদের। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার দোহারপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫২ জন। তাদের মধ্যে ২৭ জন ছাত্রী ও ২৫ জন ছাত্র। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে স্কুলে রয়েছে মোট ৫ জন। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ২টি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর সরকার জানালেন, আপাতত একটি ক্লাসরুমে এসির ব্যবস্থা করা হলেও, আগামীতে অন্যটিতেও বসানো হবে।

শুধু তাই নয়, পড়ুয়াদের জন্য স্কুলে স্মার্ট টিভি, ওয়াটার পিউরিফায়ারের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবছেন এই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সব মিলিয়ে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলমুখী করার উদ্দেশ্যেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ২-৩ বছর ধরে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনা গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে নানারকম অভিযোগ নিয়ে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। এরই মধ্যে শিক্ষকদের এই ভাবনা নিঃসন্দেহে মন জয় করে নিয়েছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকদের।

অণ্ডালে তৃণমূলের বিজয় মিছিলে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহা। ফল ঘোষণার পর দিন থেকে খনি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হচ্ছে বিজয় মিছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় বিজয় মিছিল হল অণ্ডাল ব্লকের উখড়া এলাকায়। উখড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন সন্ধ্যাবেলায় মিছিলটির সূচনা হয় শংকরপুর মোড় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে। শেষ হয় উখড়া পুরাতন হাটতলাতে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের অঞ্চল সভাপতি শরণ সাইগল, রাজু মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অণ্ডাল ব্লক সভানেত্রী সুজাতা বসু সরকার ছাড়াও দলের সদস্য, কর্মী ও সমর্থকরা। একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে বিজয় উৎসব পালন করেন তাঁরা। দলের নেতা শরণ সাইগল জানান, লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থীর বিপুল জয় হয়েছে। এলাকার মানুষ প্রার্থীকে দু'হাত ভরে সমর্থন করেছেন। ভোটারদের অভিনন্দন জানাতে এদিন বিজয় মিছিল আয়োজন করা হয় বলে জানান তিনি।

মুন্ডুখোলা বাকসাগড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে সমিতির ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ক্ষেত্রভত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্যের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে **১৩ থেকে ২৫ জুন, ২০২৪**-এর মধ্যে যে কোনো কাজের দিন **বেলা ১১ টা থেকে ৩ টের মধ্যে** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত আপত্তিগুলি আগামী **২৮ জুন ২০২৪** নিম্নেস্বাক্ষরকারী কর্তৃক শুনানি সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হবে। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সমিতিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পাঁচপাড়া, ১৩ জুন, ২০২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মুন্ডুখোলা বাকসাগড় এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
দেব আর নীল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	দেব আর নীল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74900WB2014PTC204686
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৪২পি, রাজা সন্তোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ (ফর্ম এ আইআরপি দ্বারা ইস্যু মতে)
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	অর্ডারের তারিখ : ১১ জুন ২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম - স্নেহ মাহেশ্বরী রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-001/IP-P01751/ 2019-2020/12691 এএফএ নং : AA1/12691/02/051024/106063 এএফএ বৈধ : ০৫.১০.২০২৪
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৯এন, ব্লক এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল : sneh.maheswari@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৯এন, ব্লক এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল : cirp.devrnildpl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১ জুলাই ২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে **দেব আর নীল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১১ জুন ২০২৪।**
দেব আর নীল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১ জুলাই ২০২৪ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
শেয়ারহোল্ডারগণ দেউলিয়াগ্রস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের দাবি দাখিল না করলে, এমন শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক দাবি কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়ার সময়ে দাখিলকৃত হলে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস)রেগুলেশন এর ধারা ৩৮ অধীনে দাখিলকৃত হিসেবে গণ্য হবে।

লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর : স্নেহ মাহেশ্বরী
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P01751/2019-2020/12691
তারিখ এবং স্থান : ১৪ জুন, ২০২৪ কলকাতা
এফএ বৈধ : ০৫.১০.২০২৪ পর্যন্ত

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ধারা ১০২ অধীনে)
শ্রীমতি ফাল্গুনি তেওয়ারি "ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি. -এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি ফাল্গুনি তেওয়ারি
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৮৯/৮১এ, বাঙ্গুর পার্ক, আকাঙ্খা অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭ লেন, রিষড়া হুগলি
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার অর্ডার এবং ইনসলভেন্সি শুরুর বিস্তারিত	সিপি নং 118/(KB) 2022 (NCLT, Kolkata); নির্দেশ তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী প্রতীম বয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/ IP-N00213/2018-2019/12385
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, কলকাতা - ১০০১০৯ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : ip.pratimbayal@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০৫.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সমন্বিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, কোর্ট II, শ্রীমতি ফাল্গুনি তেওয়ারি ব্যক্তিগত জামিনদাতা ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি.-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০৭.০৫.২০২৪ (অর্ডার এনসিএলটি পোর্টালে ০৮.০৫.২০২৪ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।)
শ্রীমতি ফাল্গুনি তেওয়ারি-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী প্রতীম বয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ বৈধ - ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১৪.০৬.২০২৪

অণ্ডাল বিমানবন্দরে নয়া ব্যারাক উদ্বোধন পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল বিমানবন্দরের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর পর আগামী অগস্ট মাস থেকে গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর ও বাগডোগরার বিমান পরিষেবা শুরু হবে। যাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিমানবন্দরে নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ৪৮ শয্যার একটি ব্যারাক উদ্বোধন করা হল। ব্যারাকটির উদ্বোধন করেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন বিমানবন্দরের ডিরেক্টর কৈলাশ মণ্ডল সহ অনান্যরা। কৈলাশ মণ্ডল জানান, এখন যে সমস্ত ফ্লাইট অপারেট হচ্ছে, সেই অনুযায়ী যথেষ্ট নিরাপত্তা কর্মী আছেন। তাঁদের থাকার জন্য ব্যারাক তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে একটি থানা তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

হারানো ফোন ফেরত মালিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মছলন্দপুর: পুলিশের সহযোগিতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন খুঁজে পেলেন মালিকরা। মাঝেমধ্যেই মোবাইল ফোন চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রায়শই অভিযোগ জমা পড়ে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। ঘটনার তদন্তে নামে গোবরডাঙা থানার অন্তর্গত মসলন্দপুর ফাঁড়ির পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা থানার অন্তর্গত মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের আধিকারিক বিপ্লব সরকারের উদ্যোগে উদ্ধার হল গত দেড় বছরে জেলার বেশ কয়েকটি থানার এলাকায় হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল। উদ্ধারকৃত সেই মোবাইলগুলোকে মালিকদের হাতে তুলে দিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও হাবরা প্রসেনজিৎ দাস ও গোবরডাঙা থানার আধিকারিক। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইল মালিকরা।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী ললিত কুমার মন্ডল,** পিতা বিজয় মন্ডল, সাকিন : ব্লক বি, দোতলা, গোরক্ষনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, বালি পূর্ব, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, হাওড়া : ৭১১১২৭ **এবং আরও** ৩, রঘুনন্দন লেন, পো : বিডন স্ট্রিট, থানা : জোড়াবাগান, কলকাতা : ৭০০০০৬।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : ললিত কুমার মন্ডল, দলিল নং ১-০৫০২০৬৬৯৫/২০১৫।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পরিমাণ ১১০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালনি দোতলায় ব্লক বি, জি-৪ তলা ভবনে, লিফট সুবিধা সহ অবস্থিত মকোরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ কাঠা ০৬ ছটাক, আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ ভবনের চাতাল, অন্যান্য সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	১) ০২.০৪.২০২৪ ২) ১২.০৬.২০২৪ ৩) ২০,২২,০৯১.৫২ টাকা (কুড়ি লাখ বাইশ হাজার একানব্বই টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৩.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
২	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী মনরাজ সিং,** পিতা উজাগির সিং সাকিন : গোরক্ষনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩, ২য়তল, বালি পূর্ব,সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, হাওড়া : ৭১১১২৭, এবং আরও ১/এইচ/৩০, রমেশ দত্ত স্ট্রিট, পো : বিডন স্ট্রিট, থানা : গিরিশ পার্ক, কলকাতা : ৭০০০০৬।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : মনরাজ সিং। দলিল নং : ১-০৫০২০৫৮৩৫/২০১৫।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট লিফট সুবিধা সহ, নং ০৩, পরিমাণ কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেডরুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট এবং বারান্দা দোতলায় জি-৪তলা ভবনে মকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ কাঠা ০৬ ছটাক, আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর নং ৮৫৩, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সমুদয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মন্দির, লিফট সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ০২, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ০৪।	১) ০২.০৪.২০২৪ ২) ১২.০৬.২০২৪ ৩) ১৬,৪৮,৬২৫.৭৯ টাকা (ষোলো লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো পঁচিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী ব্যয় ইত্যাদি সহ
৩	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স সন্তোষী মা হস্ত শিল্প ইউনিট-২, স্বত্বা : শ্রী রাম দাস বিশ্বাস,** গ্রাম : আদর্শনগর, কানাগার্ন, কোদালিয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নালডাঙ্গা, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪, স্বত্বা : শ্রী রাম দাস বিশ্বাস, পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাস, রাঙ্গাপাড়া, লিচুতলা, পো : কালনা, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪০৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ওয়ার্কশপ ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৪ শতক কমবেশি, আরএস খতিয়ান নং ৩২০, এলআর খতিয়ান নং ৭০/২, আরএস দাগ নং ৭/৪৭৫, এলআর দাগ নং ১৪, অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া,জেএল নং ১২, কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : আদর্শ নগর,কানাগড়, পো : নালডাঙ্গা, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪, দলিল নং ০৭২০৭,বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ২১,পৃষ্ঠা ৪৫২৯ থেকে ৪৫৪০ -২০১১ সালের, এডিএসআরও চুঁচুড়া, হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী রাম দাস বিশ্বাস পিতা শ্রী কালীপদ বিশ্বাসের নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং ৩৪, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি একই দাগ নং ১৪, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	১) ০৪.০৪.২০২৪ ২) ১২.০৬.২০২৪ ৩) ৩৮,৩৮,০৮৪.০৯ টাকা (আটত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার চুরাশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা ০৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১২.০৬.২০২৪
স্থান - বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ২০.০৭.২০২৪ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) মেসার্স এ শেখ জরি হাউস (স্বত্বা : আহমদুল্লা শেখ) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) **ঠিকানা :** আনন্দ নগর, পো : সূর্যনগর, কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৭। খ) কাকদ্বীপ শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত জেলা : ২৪ পরগনা, পরগনা : সুন্দরবন, তৌজি নং ১, মৌজা : সীতারামপুর, জেএল নং ৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৮২, আরএস দাগ নং ২৯৯৩, পরিমাণ ১০ শতক কমবেশি দলিল নং ৪৫৭৭/২০১৪, সম্পত্তি আহমদুল্লা শেখ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ২৯৯৩ এবং ২৯৯৭, দক্ষিণে : রাধানাথ বৈরাগীর জমি, পূর্বে : মারফত মোল্লার জমি,পশ্চিমে : স্বপন হালদারের জমি।	১২,১৬,২১৮.৩৭ টাকা (বারো লাখ ষোলো হাজার দুশো আঠার টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ৩১.০৩.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ২৯,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7023021730 ঙ) নেই

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : | ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/ | তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
২	ক) শ্রী গৌতম মন্ডল (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা সুশীল কুমার মন্ডল, **ঠিকানা :** হোল্ডিং নং ৪০৮, গ্রাম : রাধাবল্লভপুর, পো : বামনগাছি, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪৬। খ) নাকতলা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক মৌজা : শাসন, জেএল নং ৬৬, আরএস নং ৪৭৯, তৌজি নং ১১৯, খতিয়ান নং ২২৪৩, দাগ নং ২৩৭৪ এবং ২৩৭৫, ওয়ার্ড নং ৯, থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৫, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৩, পৃষ্ঠা ৬৮৭৭ থেকে ৬৮৯৩, দলিল নং ১১১০৯-২০১২ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস-বারুইপুর সমীপে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী গৌতম মন্ডলের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :অন্যান্যর জমি,দক্ষিণে : ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং জমি এ-৯ প্লট, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : জমি প্লট এ-৭।	৮,৭৬,৯২৭.০০ টাকা (আট লাখ ছিয়াত্তর হাজার নশো সাতাশ টাকা) ১৫.০২.২০১৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৩,৮৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৮,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB20794689608 ঙ) নেই

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : | ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/ | তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ জুলাই ২০২৪ (২০.০৭.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১০.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মিড ডে মিলের অনিয়মের অভিযোগ

স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজিং কমিটির সংঘর্ষে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিড ডে মিলের অনিয়মকে ঘিরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে সংঘর্ষে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার টাল বাংরুয়া হাই-মাদ্রাসায়। এদিনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদককেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ম্যানেজিং কমিটির আরও দুই কর্মকর্তার। এই হামলার ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সহ ওই মাদ্রাসার তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই হামলার ঘটনার পর বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দারা ওই মাদ্রাসায় এসে হামলাকারী প্রধান

শিক্ষক সহ তাঁর সহকর্মীদের আটক করে বিক্ষোভ দেখান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলমের বিরুদ্ধে কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, রূপশ্রী সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি ওই মাদ্রাসার মিড ডে মিল নিয়ে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে বলে দাবি। এমনকি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিড ডে মিল প্রকল্পের চাল চুরির অভিযোগ ওঠে। এদিন এই অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে মাদ্রাসায় যান নব-নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক এবং কয়েকজন সদস্য।

তাঁরা প্রধান শিক্ষককে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, উলটে প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলম আক্রমণ করেন সংশ্লিষ্ট হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক আব্দুল মাতিন ও অন্যান্য সদস্যদের ওপর। অভিযোগ, ওই সময় মাদ্রাসার দুই অশিক্ষক কর্মীর সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক ওই ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মারধর করেন। এমনকি সম্পাদককে চাকু দিয়ে কোপানো হয় বলেও অভিযোগ। এরপরই স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রা।

গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলম এবং গোলাম রব্বানি নামে এক অশিক্ষক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুরনো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা পুলিশ।

বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষ বিমুখেও, ইন্দাস বিধানসভা তৃণমূলের দখলেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: মিটে গিয়েছে নির্বাচন, ঘোষণা হয়েছে ফলাফলও। ইতিমধ্যেই মানুষের রায় নিয়ে এই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি পাড়ি দিয়েছেন দিল্লির দরবারে। মাত্র ৫৫৬৭ ভোটের ব্যবধানে এই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এই লোকসভা আসন বিজেপির দখলে গেলেও, এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইন্দাস বিধানসভায় এগিয়ে তৃণমূল, প্রায় ৯ হাজার ভোটে বিজেপিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে তৃণমূল। তৃণমূলের সাংগঠনিক দক্ষতাই নাকি এর কারণ বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

দেখা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ইন্দাস বিধানসভার মানুষ মুখ ফিরিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে। এই বিধানসভা থেকে বিজেপি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। পরবর্তীতে বিজেপি এই বিধানসভাতে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা বিস্তার করলেও, এই লোকসভা নির্বাচনে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপি শিবির। এমনকি যেই বুথে বিজেপির বিধায়কের বাড়ি সেই বুথেও পিছিয়ে বিজেপি। যেই বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন, যে বিধানসভায় গেরুয়া শিবিরের তাবড় তাবড় নেতাকর্মীরা রয়েছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কী ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে লিড পেতে পারে! ইন্দাস তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শেখ হামিদের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই বিধানসভায় হারানো আসন তৃণমূল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে বলে মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

এই বিষয়ে ইন্দাস তৃণমূল ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে জন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে মানুষের জন্য দিয়েছেন, তাতে তৃণমূলের না জেতার কোনও কারণই নেই। তাছাড়া ইন্দাস বিধানসভার ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্ত তৃণমূল কর্মীরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেছেন,তাই তৃণমূল এই বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে। তবে বিজেপি নিজেদের খারাপ ফল নিয়ে চিন্তিত হলেও, তাদের ভোট ব্যাংক ঠিক রয়েছে বলে দাবি করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি অমরনাথ শাখা। নোটার ভোট নিয়ে বেশ চিন্তিত পদ্ম শিবিরও। ইন্দাস থানা সঙ্গে বিধানসভা বিজেপির দখলে থাকলেও এই বিধানসভা থেকে তৃণমূলের জয় আগামী দিনে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য বিজেপি নেতৃত্বের।

সামগ্রিক ভাবে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে অল্প ভোটের মার্জিনে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করলেও, ইন্দাস বিধানসভার সামগ্রিক ফল কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে বিজেপি শিবিরের। এখন দেখার বিষয় এটাই আসন্ন ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলেই থাকে, নাকি ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের মতোই ফলাফল ধরে রাখবে তৃণমূল।

প্রকাশ্যে পুকুর ভরাটের অভিযোগ মালদায়, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকায় প্রকাশ্যে প্রায় এক বিঘার একটি পুকুর ভরাটের অভিযোগ। এই পুকুরটি সম্পূর্ণই খাস জমির ওপরই রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। অথচ রাতের অন্ধকারেই বেআইনি ভাবে মহানন্দা নদীর ধুস ওই পুকুরে ফেলে ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে।

মালদা শহরের মানুষের কাছে দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকার এই পুকুরটি টিয়াকাটিগাড়া নামে পরিচিত। ব্রিটিশ আমলের তৈরি হওয়া টিয়াকাটিগাড়া পুকুরটি এখন জমি মাফিয়াদের নজরে পড়েছে বলে দাবি। ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ধারেই রয়েছে টিয়াকাটিগাড়া এলাকার খাস জমিতে প্রায় এক বিঘা এই পুকুরটি। যদিও ওই এলাকার বেশ কিছু জায়গায় ইতিমধ্যে জবরদখল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে ওই এলাকার জমির দাম যে অগ্নিমূল্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এখন জমি হাঙরদের নজর দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকার ওই সরকারি পুকুরে। যদিও বিষয়টি জানার পর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

উল্লেখ্য, সরকারি জমির ওপর থাকা এই পুকুরটিতেই আশেপাশে এলাকার বহু বাড়ির নোংরা আবর্জনা জল গিয়ে মিশে। পাশাপাশি বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির জমা জল এই পুকুরে গিয়েই মিশে। বেআইনিভাবে পুকুরটি ভরাট হয়ে গেলে বর্ষার মরশুমে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা রীতিমতো জলমগ্ন হয়ে পড়বে বলেও এখন থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও দাবি, জমি মাফিয়াদের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে প্রশাসন যাতে অবিলম্বে বেআইনি ভাবে পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করে, সে ব্যাপারেও দাবি জানিয়েছেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের টিয়াকাটিগাড়া সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।

মালদা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, ‘একসময় টিয়াকাটিগাড়া এলাকার এই পুকুরটি মহানন্দা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু জনবসতি তৈরি হওয়া এবং ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর নদীর সঙ্গে এই পুকুরের সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এটি মালদা শহরের একটি অন্যতম প্রাচীন জলাশয় কেন্দ্র বলেই মানা হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বেআইনি ভাবে এই পুকুর ভরাটের কাজ চলছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ যদিও এই প্রসঙ্গে ইংরেজবাজার পুরসভার এক পুরকর্তা জানিয়েছেন, ‘দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকায় পুকুর ছিল বলে জানা নেই। তবে ওখানে একটা নালা রয়েছে। সেখান দিয়ে জল নিকাশি হয়। এখন কে কী বলল বলতে পারব না। লিখিত অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।’

অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র জানিয়েছেন, জেলাশাসকের নির্দেশ পেয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ঘটনায় তদন্তে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার কালিয়াচকে চার বছরের শিশুর দেহে বার্ড ফ্লু’র সংক্রমণের ঘটনার বিষয়ে তদন্তে এল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা থেকে ট্রেনে করেই মালদায় পৌঁছয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দু’জনের প্রতিনিধি দল। রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। শুক্রবার সকালে কালিয়াচকে বার্ড ফ্লু সংক্রামিত ওই শিশুর বাড়িতেই যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দলটির। যদিও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কালিয়াচক ১ ব্লকের আলিপুর এলাকার ওই শিশুর শরীরে এইচ-নাইনএন.টু নামক ভাইরাস ধরা পড়েছে। যা অনেক সময় পশুপাখিদের শরীরেও দেখা মিলে। তবে এটি যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ তা নয়।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের চার বছরের ওই শিশুর জানুয়ারি মাসে শারীরিক পরীক্ষা করার পর রক্ত এবং অন্যান্য নমুনাগুলি কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রের পুনেতে পাঠানো হয়েছিল। ছ’ মাস পর বুধবার দিন ওই শিশুর রিপোর্ট পাঠানো হয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে। সেখানেই ওই শিশু শরীরে এইচ-নাইন এন.টু ভাইরাস থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে এটা সম্পূর্ণ ভাবে যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ তা অবশ্য দাবি করে জানাননি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। নিশ্চিত ভাবে মানবদেহে বার্ড ফ্লু’র কথা এখনই পরিষ্কার করে জানায়নি স্বাস্থ্য দপ্তর। এরপরই বিষয়টি তদারকি করতেই মালদা এসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রতিনিধি দল। তারাই ওই শিশুর শরীর থেকে নতুন করে বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষা চালাতে পারে বলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, গত ২৬ জানুয়ারি ওই শিশুটি জ্বর এবং পেটে ব্যথা নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। এরপর তার চিকিৎসা একমাস চলে। পরবর্তীতে মার্চ মাসে ওই শিশুর বিভিন্ন শারীরিক নমুনা নিয়ে কলকাতার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের পুনেতে পাঠানো হয়। এরপরই ওই শিশুর শরীরে এইচ-নাইনএন.টু ভাইরাস ধরা পড়ার কথা জানানো হয়েছে। তবে এই ভাইরাস বার্ড ফ্লু নয়। এইচ-ফাইভএন.টু ভাইরাস হচ্ছে বার্ড ফ্লুক্স। যা ওই শিশুর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এনিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

বন্দির দুর্ঘটনাগ্রস্ত চিকিৎসাধীন বাবার জন্য রক্তদান জেলের পুলিশকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার পাথরা গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার সরেন বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে জেলবন্দি। হঠাৎ করে খবর আসে তার বাবা লখাই সরেনের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, লখাইবাবুকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন রক্তের। কিন্তু ছেলে জেলবন্দি হওয়ায় আইন অনুযায়ী বাইরে বেরিয়ে রক্তের জোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জেলবন্দি সুকুমারের বাবার রক্ত সংকট মেটাতে এগিয়ে এলেন জেলেরই পুলিশকর্মীরা। এক অন্যরকম দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংক। এদিন বাঁকুড়া কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের চারজন পুলিশকর্মী স্বেচ্ছায় এসে জেলবন্দি সুকুমারের বাবার জন্য রক্তদান করলেন।

বাঁকুড়া কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের কন্ট্রোলার ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী বলেন, ‘এটা তো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, সুকুমার তো আমাদেরই পরিবারের একজন। তাই তার প্রয়োজনে আমাদের এগিয়ে আসা দরকার।’ অভিজিৎ ঘোষ নামে এক রক্তদাতা বলেন, ‘যারা জেলে বন্দি থাকেন তাদের আমরা কয়েদি রূপে দেখি না, মানুষ রূপেই দেখি, তাই মানুষের প্রয়োজনে মানুষেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন।’ গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড দাবদাহের দুপুরে এক অন্যরকম নজির সৃষ্টি করলেন পুলিশকর্মীরা।

হস্টেলে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীর হাত-পা বেঁধে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বুধবার রাতে রায়গঞ্জ শহরের একটি স্কুলের হস্টেলে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীর হাত-পা বেঁধে চুরি। শহরের বুকে স্কুলের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য।

রাজ্যজুড়ে যখন ডাকাতির ঘটনা ঘটেই চলেছে, তখন স্কুলের হস্টেলে এই ঘটনায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, প্রশ্ন উঠছে পুলিশি নিরাপত্তা নিয়েও। জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে ঢুকে সেখানে থাকা নিরাপত্তারক্ষীর হাত-পা লোহার গেটের সঙ্গে বেঁধে রেখে তাদের হাত সাফাই সারে। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে গেটে আওয়াজ পেয়ে এলাকাবাসীরা স্থানীয় ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর ও স্কুলের প্রধান শিক্ষককে খবর দিলে তাঁরা এসে ওই নিরাপত্তারক্ষীকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিক ভাবে কিছু বিদ্যুতের সরঞ্জাম খোয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আর কী কী চুরি গেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রায়গঞ্জ সহ গোটা রাজ্যে যে ভাবে চুরি বা ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটছে তারপর স্কুলে এই ভয়াবহ ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয়রাও। স্কুল সূত্রে দাবি, ওই হস্টেলে পড়ুয়ারা ছিল না। তারা থাকলে দুষ্কৃতীরা তাদের ওপরেও হামলা চালাতে পারত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও যে দুষ্কৃতীদের টার্গেট তাতে রীতিমতো চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। দ্রুত পুলিশি হস্তক্ষেপে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা হোক বলে দাবি করছেন শিক্ষকরা। ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসীরাও।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: হোটেল থেকে খাবার খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল দু’জনের। আহত একজন। আহত ব্যক্তি বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ব্যক্তিদের নাম মোহাম্মদ শাকিল খান ও রবীন্দ্র কুমার। তাঁদের একজনের বাড়ি বিহার ও একজনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে এবং গুরুতর আহত ব্যক্তির নাম বিনয় কুমার, তাঁর বয়স ৪৫ বছর, বাড়ি বিহারে। তাঁরা প্রত্যেকেই গাড়ির চালক। জানা গিয়েছে, গুড়াপ ও জৌগ্রামের মধ্যবর্তী জাতীয় সড়কের পাশে হোটেল থেকে খাবার খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় একটি ডাম্পার তাঁদের ধাক্কা মারে। ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ওই তিন ব্যক্তি। গুরাপ থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মোঃ শাকিল খান ও রবীন্দ্র কুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিনয় কুমার চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

বাবা ও মায়ের পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : মিতালি বাগ

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

প্রশ্ন আরামবাগ লোকসভার মানুষের জন্য কী কী কাজ করার পরিকল্পনা আছে?

উত্তর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরদিন থেকেই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছি। সাধারণ মানুষ যাতে যাতায়াত করতে পারে সেই জন্য রাস্তার মাপজোপের কাজ চলছে। রাস্তার পাশাপাশি জল, আলো ও বন্যা কবলিত এলাকার ব্রিজ তৈরি ও নদী সংস্কার ও ভাবাদিঘির জটের সমাধান করা হবে।

প্রশ্ন আপনি সাংসদ হওয়ার আগে কী কাজ করতেন?

উত্তর আমি সাংসদ হওয়ার আগে হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য ছিলাম। আইসিডিএস কর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলাম। পাশাপাশি চাষবাস করতাম।

প্রশ্ন আপনার রাজনৈতিক গুরু কে?

উত্তর আমার রাজনৈতিক গুরু আমার বাবা ঈশ্বর মদনমোহন বাগ। রাজনৈতিক কারণেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বর্তমানে মা সন্ধ্যা বাগ অনেকটা সহযোগিতা করেছেন। বাবা ও মায়ের পর যদি কেউ থাকেন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন আপনার বিশেষ হবি কী?

উত্তর আমার বিশেষ হবি বলতে সমাজসেবামূলক কাজ। তারপর দলীয় ভাবাবেগ রয়েছে। পুরাতন দিনের ভক্তিমূলক গান শুনতে ভালো লাগে।

প্রশ্ন দায়িত্ব নেওয়ার সময় উন্নয়নে কী কী পরিকল্পনা নিয়েছেন? আরামবাগের মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?

উত্তর উন্নয়নের জন্য তো পরিকল্পনা নিতেই হবে। বহু কাজ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন। আরামবাগের মানুষের জন্য তৃণমূল বহু কাজ করেছেন। মানুষের প্রয়োজনে সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন মানুষের যে জায়গায় রাস্তা হয়নি সেই জায়গায় রাস্তার দরকার আছে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভাবাদিঘির রেল। এর সমাধান প্রয়োজন।

প্রশ্ন গোঘাটের ভুমিকন্যা হিসাবে গোঘাটবাসীকে কী বলবেন?

উত্তর প্রথমেই সকলকে সবুজ অভিনন্দন। আপনারা পাশে থেকে আপনাদের উন্নয়নটা বুঝে নেন। আপনার ঘরের মেয়ে সবসময় আপনাদের পাশে আছে।

প্রশ্ন আরামবাগের বন্যা প্রতিরোধে কী ভাবছেন?

উত্তর আরামবাগের বন্যা প্রতিরোধে নদীর পলি সংস্কার ও আরামবাগ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা আমার অন্যতম কাজ।

প্রশ্ন আপনাকে জিততে হরিপাল সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়িকা করবি মান্নার নেতৃত্বে এবারের লোকসভায় হরিপাল থেকে আপনাকে লিড দিয়েছে। তা হলে কি আপনি হরিপাল কে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেবেন?

উত্তর দেখুন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়িকা করবি মান্নার কাছ থেকে বহু কিছু শেখার আছে। এখন আমি সাংসদ হয়েছি। ওঁদের আশীর্বাদেই আমার পথচলা শুরু। ওঁদের ভালোবাসা সবসময় আমার সঙ্গে আছে। ওঁরা হরিপালের মানুষের জন্য বহু কাজ করছেন এবং বহু কাজ শেষ করেছেন। আলাদা ভাবে কোনও গুরুত্ব নয়। যদি আমার কোনও সহযোগিতা লাগে অবশ্যই ওঁদের করব। হরিপালের মানুষের জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে আছি।

প্রশ্ন সাংসদ হিসেবে দিল্লিতে পা দিয়ে কেমন লাগছে?

উত্তর খুব ভালো লাগছে। প্রত্যেকে আমাকে খুব ভালোবাসা দিয়েছে। এর জন্য খুব ভালো লাগছে।

প্রশ্ন সাংসদ হওয়ার পর অবসর সময় কী ভাবে কাটাচ্ছেন?

উত্তর আমি রান্না করতে খুব ভালোবাসি। অবসর সময়ে বাড়ির রান্না করি এবং গান শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

প্রশ্ন ১০ নম্বরের মধ্যে মোদি ও দিদিকে কত দেবেন?

উত্তর মোদিকে দশের মধ্যে জিরো আর দিদিকে দশের মধ্যে দশ। জিরোর থেকেও যদি কোনও কম সংখ্যা থাকত তা হলে মোদিকে তাই দিতাম বলে কটাক্ষ মিতালির।

‘গ্রামালোক’ শীর্ষক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সম্প্রতি সাহিত্য অ্যাকাডেমি ও বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার জেঠিয়া পঞ্চায়েতের বালিভাড়া ভুবন সংঘ নাট্যমঞ্চে ‘গ্রামালোক’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাহিত্য অ্যাকাডেমির এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের মূল ধারার সংযোগ স্থাপন করা। সাহিত্য অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে কেন গ্রামালোক অনুষ্ঠান গ্রামে করা হচ্ছে, সেকথা বিশ্লেষণ করা হয়। সেই সঙ্গে সাহিত্য অ্যাকাডেমি ও বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের কার্যাবলীর প্রতি আলোকপাত করেন উপস্থিত অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিন ড. তীর্থঙ্কর চন্দ দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও বাংলা নাটকে গ্রামীণ জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। ড. বাঁধন সেনগুপ্ত নজরুলের গানে গ্রাম জীবন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য সকলকে সচেতন হতে বলেন মিলনকুমার ঘোষ। এছাড়াও গান, কবিতা পাঠেরও আয়োজন করা হয় সাহিত্য অ্যাকাডেমির গ্রামালোক অনুষ্ঠানে।

জামাইষষ্ঠীর দিন নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জামাইষষ্ঠীর দিন ব্যাংকে যাওয়ার পথে নিখোঁজ নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুরের বাসিন্দা এক গৃহবধূ, সন্ধান পেতে নবদ্বীপ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি পরিবারের। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম সুচিত্রা সাহা, বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর ৬ নম্বর লেন এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ওই গৃহবধূ বাড়ি থেকে বের হন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে, এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান ওই গৃহবধূ,নির্দিষ্ট সময় পরও বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা, রাতভর খোঁজ চালিয়েও কোনও রকম সন্ধান না পেয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে নবদ্বীপ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

শীঘ্রই বাজারে মিলবে ইলিশ! সমুদ্রে পাড়ি বহু ট্রলারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: আজ, বৃহস্পতিবার থেকে উঠে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। রুপোলি শস্য ইলিশের খোঁজে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায় সুন্দরবনের হাজার হাজার মৎস্যজীবী। এদিন সকাল থেকে সুন্দরবনের ঘাটগুলোতে প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে। ঘাটে, ঘাটে ও ট্রলারে, ট্রলারে চলছে গঙ্গাপুজো। এমনকি গভীর সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে এবার মাছ ধরতে যাওয়া ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, কাকদ্বীপ, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি ও সাগরদ্বীপের মৎস্যজীবীদের ওপর সতর্ক ও সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি এবার কড়া নজরদারি শুরু করেছে জেলা মৎস্য দপ্তর।

জেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রের খবর, ছোট বড় সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় চার হাজার ট্রলার মরশুমের শুরুতে সমুদ্রে পাড়ি দেবে। প্রত্যেকটি ট্রলারে ১৫ জনের বেশি মৎস্যজীবী নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। গত কয়েক বছর ধরে ট্রলার ডুবে দুর্ঘটনা ঘটছে। সেদিকটা মাথায় রেখে এবার মরশুমের শুরুতেই গভীর সমুদ্রে যাওয়া প্রত্যেকটি ট্রলারে বিপদ সংকেত প্রেরক যন্ত্র (ড্যাট) রাখা বাধ্যতামূলক করেছে মৎস্য দপ্তর। পাশাপাশি প্রত্যেক ট্রলারের মৎস্যজীবীদের জন্য লাইফ জ্যাকেট ও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ও ওষুধ মজুত রাখতে বলা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ জানান, সব নিয়ম মেনেই যাতে ট্রলারগুলি সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবারে কিছু কম ট্রলার সমুদ্রে যাচ্ছে। তবে যে ট্রলারগুলি মূলত ইলিশ ধরার টার্গেট নিয়েছে, তারাই আগে রওনা দিচ্ছে। ধাপে ধাপে সব ট্রলার পাড়ি দেবে সমুদ্রে। ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকেও সরকারি নিয়ম মেনেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে পাঠাতে বলা হয়েছে। যেসব ট্রলারগুলি নির্ধারিত সময়ের আগেই রওনা দেবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

অন্যদিকে সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক পাত্র বলেন, ‘আগে থেকেই ট্রলারগুলি প্রস্তুত করা হচ্ছিল। বরফ, জ্বালানি তেল ও মৎস্যজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জল মজুত করে নেওয়া হয়েছে ট্রলারে। এদিন সকাল থেকেই ইলিশের খোঁজে সমুদ্রে পাড়ি দেবে ট্রলারগুলি। গত বছর সমুদ্রে আশানুরূপ ইলিশ না মেলায় কার্যত নিরাশ হয়েই ফিরেছিলেন মৎস্যজীবীরা। কিন্তু এবার ইলিশ ধরার পক্ষে কিছুটা অনুরূপ আবহাওয়া রয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্রের লবণের ভাগও অনেকটাই কমেছে। তাই এবার ভালো ইলিশ উঠবে বলে আমরা আশা করছি। প্রথম ট্রিপের পরই বাজারে দেখা মিলবে রুপোলি শস্যের।’

বাংলার শ্রমিকের দেহ ফিরছে

অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে কুয়েতে গেলেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

ঘোষণা আর্থিক সাহায্যের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: কুয়েতের অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন তিনি। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারত। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। আহত ৫০-এর উপর। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মোদির নির্দেশে বৃহস্পতিবার কুয়েতে গিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। আহতদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলও ঘুরে দেখেন তিনি।

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: কুয়েতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে বাংলার শ্রমিকের। আজ তাঁর দেহ দেশে ফেরানো হবে। দিল্লি থেকে বাংলায় পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে মৃতদেহ। তবে আর কোনও বাঙালি শ্রমিক আছেন কিনা তা এখনও জানতে পারেনি বিদেশ মন্ত্রক।

ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার কুয়েতে পৌঁছে গিয়েছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। আহতদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলও ঘুরে দেখেন তিনি। বিদেশ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানেই দ্রুত দেশে ফেরানো হবে দেহ। সূত্রের খবর, মৃত ৪০ জনের মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরলের বাসিন্দার সংখ্যা বেশি। এছাড়াও বেশ কয়েকজন উত্তর ভারত ও বাংলার বাসিন্দা। তবে অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় অনেককেই চেনা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁদের নাম, পরিচয় জানা যাচ্ছে না।

এই ঘটনায় গতকাল, বুধবার শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কুয়েতের মানগাফ শহরের অগ্নিকাণ্ডে আমরা শোকাহত। এই ঘটনায় যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। বিপর্যস্তদের সহায়তার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।'

এর পরই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকেন মোদি। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ৭ লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে তিনি আলোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে। তার পর কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কুয়েতে মৃত ভারতীয়দের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। এদিকে, জয়শংকর যোগাযোগ করেছেন কুয়েতের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ আলি আল ইয়াহিয়ার সঙ্গে। মৃত ভারতীয়দের দেহ দ্রুত দেশে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন জয়শংকর। তাঁকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ইয়াহিয়া।

তৃতীয়বার অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পদে পেমা খাণ্ডু

ইটানগর, ১৩ জুন: তৃতীয়বার অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন পেমা খাণ্ডু। একটা সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেসে। এর পর বিজেপিতে যোগ দিয়েও দুবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

১৯ এপ্রিল প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচন ছিল। সে দিনই উত্তর-পূর্ব ভারতের দুই রাজ্যে অরুণাচল ও সিকিমে বিধানসভায় ভোটগ্রহণ হয়। অরুণাচলে মোট ৬০টি আসন। ম্যাজিক ফিগার ৩১। অর্থাৎ সরকার গঠন করতে হলে অন্তত ৩১ আসনে জয় প্রয়োজনে। এর মধ্যে ১০টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায় বিজেপি। বাকি ৫০ আসনে ভোট হয়। সব মিলিয়ে ৬০ আসনের মধ্যে ৪৫টি যায় বিজেপির দখলে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন খাণ্ডু।

বৃহস্পতিবার তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন পেমা। তাঁর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন চৌমা মেইন। তিনিও দ্বিতীয়বার উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি। এদিন শপথ নিয়েছেন রাজ্যের ১১ জন মন্ত্রীও। তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল কে টি পটনায়েক। উপস্থিত ছিলেন জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ, কিরেন রিজিজু, হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো সিনিয়র বিজেপি নেতারা।

এই পেমা খাণ্ডু ২০১৬ সালে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হন। একটা সময় ছিলেন কংগ্রেসে। তাঁর নেতৃত্বেই অরুণাচল কংগ্রেসের গোটা বিধায়ক দল কার্যত একসঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেন। দু-একজন বিধায়ক ছাড়া হাত শিবির কার্যত শূন্য হয়ে যায়। তারপর থেকেই অরুণাচলের রাজনীতিতে দাপট দেখাচ্ছে বিজেপি।

ইজরায়েলে ২০০-র বেশি রকেট ছুঁড়ল হেজবোল্লা

জেরুজালেম, ১৩ জুন: ইজরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছিল হেজবোল্লার এক শীর্ষ কমান্ডার। এবার তারই বদলা নিল লেবাননের সশস্ত্র সংগঠনটি। ইহুদি দেশটিতে অন্তত ২১৫টি রকেট ছুঁড়েছে ইরানের মদতপুষ্ট হেজবোল্লা। এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছে, ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। ফলে ফের একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত। হামলা পালটা হামলা জারি রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই সীমান্তে হেজবোল্লা ও ইজরায়েলি সেনার মধ্যে গুলির লড়াই চলছে।

গাজা যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে ইরানের মদতপুষ্ট হেজবোল্লা গোষ্ঠী। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ইজরায়েলে অন্তত ১২টি রকেট লেবাননের জঙ্গি সংগঠনটির। যার পালটা দিয়ে লেবাননের অন্তত ৪০টি এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেও। সেই আক্রমণে নিকেশ হয় হেজবোল্লার একাধিক নেতা। এএফপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ফের একবার তাদের ডেরায় হামলা চালায় তেল আভিভ। আর তাতেই নিকেশ হয় হেজবোল্লার এক শীর্ষ কমান্ডার। ইজরায়েলের হামলায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পর লেবানন সেনার একটি সূত্র জানায়, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত হেজবোল্লার বহু সদস্য নিহত হয়েছে। মঙ্গলবারের হামলায় যে নিহত হয়েছে সে এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার ছিল। এর পরই বুধবার সকাল থেকে ইজরায়েলে হামলা চালাতে শুরু করে হেজবোল্লা। একের পর এক রকেট ছোড়ে তারা। যা আছড়ে পড়তে থাকে উত্তর ইজরায়েলের পার্বত্য এলাকায়। রকেটহানার জেরে সাইরেন বাজানো হয়। এবং এই প্রথমবার সেখানকার সাফেদ ও রোশ পিনা শহর থেকে হাজার হাজার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেয় ইজরায়েলি ফৌজ। ওই রকেটগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিকে গুলি করে নামায় ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই বলে জানিয়েছে তেল আভিভ।

কুয়েতে মৃত ভারতীয়দের শনাক্ত করতে ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত

কুয়েত সিটি, ১৩ জুন: কুয়েতের 'অভিশপ্ত' বহুতলের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে বহু ভারতীয়ের। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৪৯। যার মধ্যে ৪০ জনের বেশি ভারতীয়। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কুয়েতে পৌঁছেছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। সেখান থেকেই তিনি জানালেন,ভারতীয়দের দেহ শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কুয়েতে গিয়েছেন কীর্তি বর্ধন সিং। আহত ছয় ভারতীয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন। তাঁরা সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কীর্তি। পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলও ঘুরে দেখার কথা রয়েছে তাঁর। এদিন সেদেশে পৌঁছেই বিদেশ প্রতিমন্ত্রী প্রথমে কথা বলেন স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। তার পর তিনি জানান, 'কয়েকটি দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে তাঁদের শনাক্ত করা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারতীয় সেনার একটি বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যখনই ডিএনএ টেস্ট সম্পন্ন হবে এবং মৃতদের পরিবারকে শনাক্ত করা যাবে তখনই ওই বিমানে দেহগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ভারতে।'

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। সমবেদনা জানিয়ে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কুয়েতের অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪০ জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রয়েছে। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাওয়া ভারতীয় শ্রমিকদের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ভারত সরকারকে সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'

যৌন নির্যাতন মামলায় ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন: জেডিএসের প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নার পরে এ বার বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। আবার যৌন নির্যাতনের মামলায় গ্রেপ্তারির মুখে কর্নাটকের আর এক নেতা। এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

ওই নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে গত মার্চে মামলা রুজু হয়েছিল ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে। তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন সে রাজ্যের কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের পুলিশমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। তার পরেই সামনে এল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির খবর।

প্রসঙ্গত, মার্চের গোড়ায় ১৭ বছরের ওই নাবালিকা এবং তার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৫ বছরের ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছিল বেঙ্গালুরুর সদাশিবনগর থানার পুলিশ। পরে ঘটনার তদন্তের জন্য 'সিট' গঠন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি ওই নাবালিকা এবং তার মা একটি প্রতারণার মামলায় সহায়তা চাইতে ইয়েদুরাপ্পার কাছে গিয়েছিলেন। সে সময়ই যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

চলতি সপ্তাহেই তদন্তের প্রয়োজনে প্রবীণ বিজেপি নেতাকে তলব করেছিল সিট। কিন্তু তিনি হাজির না হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে সময় চেয়ে চিঠি পাঠান। তার পরেই বৃহস্পতিবার সকালে ওই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন কর্নাটকের পুলিশমন্ত্রী পরমেশ্বর। তিনি বলেন, 'ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) ঘটনার তদন্ত করছে। প্রয়োজন মনে করলে অভিযুক্তকে তারা গ্রেপ্তারও করবে।'

প্রসঙ্গত, একাধিক মহিলাকে যৌন নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার পৌত্র তথা প্রাক্তন জেডিএস সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নাকে গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি এখন জেলবন্দি। এক নির্যাতিতাকে অপহরণের অভিযোগ গ্রেপ্তার করা হয় প্রজ্বলের বাবা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী এইচডি রেভান্নাকেও। তবে পরে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। এ বার কি ইয়েদুরাপ্পার পালা?

খুলল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ৪ দরজাই

পুরী, ১৩ জুন: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেবদর্শন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত ওড়িশার নয়া বিজেপি সরকারের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত। যার সুবিধা পাচ্ছেন মন্দিরের দর্শনার্থীরা।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর বুধবারই ক্যাবিনেট বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। সেখানেই পুরীর মন্দির নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিজেপির ইস্তেহারে বলা ছিল, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে পুণ্যার্থীদের জন্য মন্দিরের চারটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। বৈঠকে বসেই এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন ওড়িশার নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বলা হয়, রাজ্যের সব মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই খুলে যাবে মন্দিরের চারটি দরজা। যেমন সিদ্ধান্ত, তেমনই কাজ। খুলে গিয়েছে মন্দিরের দরজা। পাশাপাশি, দ্বাদশ শতাব্দীর এই মন্দিরের জন্য ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল তৈরির সিদ্ধান্তও হয় প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে। উল্লেখ্য, আগে মন্দিরের চারটি দরজাই পুণ্যার্থীদের জন্য খোলা থাকত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 07 (niet) /KGP/2024 (1st call)** dated-**12/06/2024** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15th CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from 14/06/2024 up to 18hrs. to 24/06/2024 up to 18hrs. Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Pradhan
Khargram Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-QUOTATION

Memo. No. 688/RM
Date – 13.06.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-1e/2024-25/SL1
Tender ID : 2024_MAD_692908_1

Name of the work : Supply and delivery of 100liters capacity Waste Bins(Green 100pcs & Blue 100pcs)= Total 200pcs , and 240 liters capacity Waste Bins (Green 100pcs & Blue 100pcs)=Total 200pcs for Ranaghat Municipality. Pri Bid Meeting Date:- **26.06.2024**, Last Date Of Submission of Bid : **29.06.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/21/24-25 Dated 13.06.2024	Repairing & Renovation of W.B.M road at Naskar Para at Ward No-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,84,511.00

Bid Submission end date: **22.06.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/18/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of Concrete Road At Kumor Para Road ArabindaPuram In Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,24,652.00
WBMAD/ULB/ RSM/20/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of concrete road at Malikapara N.V.lane from Siddheswar Chakraborty house to Amar Das house at ward no-16, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,28,229.00
WBMAD/ULB/ RSM/23/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of Concrete Road With Covered Surface Drain at S.B Das road Rabindrik Lane at Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,21,650.00
WBMAD/ULB/ RSM/25/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at Upen Mitra road beside Kumor para Primary School Ward No- 17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,57,568.00

Bid Submission end date: **22.06.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/17/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of concrete road at Rajpur Barendra para Sani Mandir Sri Biswajit Bhattacharya's house via Santi Ghosh house till Kalayan Santra's House in Ward No- 16 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,06,792.00
WBMAD/ULB/ RSM/19/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of Surface Drain & Culvert at Malikapur musalman para near Rubay Banik house to Najrul Mondal house Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.20,39,078.00
WBMAD/ULB/ RSM/22/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of concrete road at Ramdhan Bose road Sri Barun Gon's house till Radha Krishna mandir with pond pilling work in Ward no.- 16 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.12,25,258.00
WBMAD/ULB/ RSM/24/24-25 Dated 13.06.2024	Construction of concrete road with surface drain at Swamakar para road from Dipak Sharma house to Bimal grocery at ward no-17, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,55,562.00

Bid Submission end date: **01.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ৬৯_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে নন-স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজের পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,২৫,০৭,০৮৭.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৬২,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৭৩_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে এসএসই/ডব্লু/নবদ্বীপধামের শাখায় নবদ্বীপধামে সিঙ্গল স্টোরিড আরপিএফ অফিস নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮৬,৬৬,০৮৪.৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৩,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-115/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IDBI BANK

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭,
ফোন নং- ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ ও ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬; মো. নং- ৭০০৪২৮৬৩৬০ / ৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) শ্রীমতী পাপড়ি দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী বিশ্বজিৎ দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ১১৭২৬৭৫১০০০০২৬৩৯ ২০৮৬৬৭৫১০০০০২৫২৩ ১১৭২৬৭৫১০০০০২৭৬৯	১) ২০.০৫.২০২৩ ২) ১২.০৬.২০২৪ *** অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সারফায়েসী আইনের ১৩(৪) এর অধীনে জারি করা পূর্বের নোটিশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।** ৩) ১,২৮,৯৭,১৯৪.৭৩ টাকা (এক কোটি আটাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশো চুরানব্বই টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ০৯-১২-২০২২ এবং ১০.১২.২০২২ অনুযায়ী	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় জমির পরিমাণ ২৬.৫০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত গ্রাম: তাহেরপুর নতুন পাড়া, মৌজা : তাহেরপুর, জেএল নং ৪, দাগ নং আরএস এবং এলআর : ৪৭৪, ৪৭৬, খতিয়ান নং আরএস ৭৬৬, ৪৩৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫৬৪, ৫১৫, নদিয়া, থানা : তাহেরপুর, পো : বীরনগর, বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : নদিয়া, পিন : কোড : ৭৪১১৫৯, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : একতলা ভবন, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : একতলা টিন শেড ভবন, পশ্চিমে : একতলা ভবন, এবং সমুদয় নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্থিত।
২.	১) শ্রী সুজয় কুমার দে (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী পারমিতা দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০০৬০৬৭৫১০০০৬৯৮৩৬ ০০৬০৬৭৫১০০০৬৮৯২৫ ০০৬০৬৭৫১০০০৭২৪০৫	১) ২২-০২-২০২৪ ২) ১২.০৬.২০২৪ ৩) ৬৩,৮০,৪২০.৮৩ টাকা (তেষট্টি লক্ষ আশি হাজার চারশো কুড়ি টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র)। ০৯-১২-২০২৩ অনুযায়ী বন্ধকী লোন, এবং ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম -এর জন্য এবং জিইসিএল ১০.১২.২০২৩-এর জন্য	**স্বত্ব দলিল নং ১-০৬৭৪, তাং ১২.০২.২০১০-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় জমি পরিমাণ ০৫.০৮ ডেসিমেল, ব্লক বি১, দোতলা বসবাসের ভবন সহ একতলা পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট এবং দোতলা ৮৬০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ১২১৫ এবং এলআর দাগ নং ১২৩৭, এডিএসআর কৃষ্ণনগর, পরগনা উখড়া, অবস্থিত মৌজা ভীমপুর, জেএল নং ১৪০, তৌজি নং ৯১, থানা : কোতোয়ালী, জোল নদিয়া, সম্পত্তির চৌহদ্দি : **ব্লক বি১ :** উত্তরে : প্রয়াত চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : সবিতা মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : দেবাশিস সাধুখাঁর সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় জমি পরিমাণ ১২.১৭ ডেসিমেল ব্লক বি২, তদস্থিত একতলা আধা বাণিজ্যিক ভবন পরিমাণ ১৯৯০ বর্গফুট এবং কার পার্কিং স্পেস আর এস দাগ নং ১২১৫ এবং এলআর দাগ নং১২৩৯ এডিএসআর কৃষ্ণনগর , পরগনা উখড়া, এবং মৌজা ভীমপুর , জেএল নং ১৪০, তৌজি নং ৯১, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া । উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পাকা সড়ক, পূর্বে : সবিতা মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত ইন্দুলেখা মন্ডলের সম্পত্তি।
৩.	১) দীপঙ্কর পাল (ঋণগ্রহীতা), শুভঙ্কর পাল (জামিনদার) এবং কাকলি নস্কর (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ১১৪৯৬৭৫১০০০০০৪৩৫	১) ১৩.০২.২০২৪ ২) ১২-০৬-২০২৪ ৩) ১৩,৪৪,২৫০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ১০.১০.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫৪৬ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৫.২০ বর্গফুট) অবস্থিত উত্তর পশ্চিম দিকে (জি+৭) তলা ভবন ফ্ল্যাট নং ২০ উক্ত ভবনের গ্রাউন্ড এবং আট তলা বসবাসের ভবনে নির্মিত উক্ত জমি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাড়ি বা বাস্তু জমির পরিমাণ ১৬.৫০ ডেসিমেল কম বেশি প্লট নং আরএস এবং এল আর ১৩৬২, খতিয়ান নং আসএস ১২৭৭, এলআর ৪২০৪, মৌজা - ৯, বামনপুকুর তৌজি- ৮, পরগনা বাগোয়ান এডিএসআর অফিস এবং থানা নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া মায়াপুর বামনপুকুর গ্রামপঞ্চায়েত ১ অধীন পশ্চিমবঙ্গ গ্রাউন্ড এবং আটতলা ভবন নির্মিত জমির চৌহদ্দি উত্তরে : সুশীল বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণে : বিদ্যা নাথ প্রামাণিক, মোহন প্রামাণিক-এর ভবন এবং বালক ঘোষের জমি, পূর্বে : পিডব্লিউডি রোড, পশ্চিমে : সুশীল কুমার মন্ডলের জমি।
৪.	১) শ্রী জয়ন্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী সিমা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০৮৬৬৭৫১০০০০৩৮৭২	১) ৩০.০৩.২০২৪ ২) ১১-০৬-২০২৪ ৩) ৯,৩৯,৮৪৫/- টাকা (নয় লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী	**সম্পত্তির তফশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট প্রেমিসেস নং ০৫-০৬২৪ কার্যকর এরিয়া - AA-IIB/BLK-2 নিউটাউন রাজারহাট, ডব্লিউবিএইচআইডিসিও, থানা - রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা পরিমাণ ৫ একর, চৌহদ্দি নিম্নরূপ - উত্তরে : বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্রেডিট বেলানি এইচ.ডি.লি. পূর্বে : হিডকো ড্রেনেজ ক্যানাল দক্ষিণে : বেঙ্গল পিয়ারলেস এইচ.ডি. কোং লি.-এর জমি পশ্চিমে : ২৪ মিটার চওড়া হিডকো সড়ক। **প্রদত্ত হস্তান্তর দলিল অনুযায়ী বন্ধকদত্ত ইউনিটের বিবরণ :** অ্যাপার্টমেন্ট নং ৮এফ, ৯ম তলে রিদম ১ বিল্ডিং চিহ্নিত **'লাল'** কালি দ্বারা পরিশিষ্ট **প্ল্যান-এ** তে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৮৮৫** বর্গফুট এবং একটি মাঝারি মাপের গাড়ি রাখার ঢাকা স্পেস নং **বি-৫০** বেসমেন্ট পার্কিং স্পেসে **তফশিল - ডি** তে **'লাল'** চিহ্নিত পরিশিষ্ট **প্ল্যান-বি** তে এবং সংশ্লিষ্ট তফশিল - সি তে প্রকল্প অনুযায়ী যাবতীয় সুবিধা এবং পরিসীমা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **সম্পত্তির ঠিকানা** - অ্যাপার্টমেন্ট নং আরএইচ ১-৮এফ, (দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী) ৯ম তল, রিদম স্থিত অ্যাপার্টমেন্ট 'সানরাইজ সিমফনি', অ্যাকশন এরিয়া ১১বি, নিউটাউন, কলকাতা, রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভা অধীন।
৫.	১) শ্রী মানস আগরাওয়াল (ঋণগ্রহীতা) ২) ০৭০২৬৭৫১০০০২৬৭৪৩ ০৭০২৬৭৫১০০০২৬৭৭০ ০৭০২৬৭৫১০০০২৬৭৬১ ০৭০২৬৭৫১০০০২৬৭৫২	১) ২৭.০৩.২০২৪ ২) ১১-০৬-২০২৪ ৩) ৫৩,৩২,২৯১.৬৯ টাকা (তিপ্পান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশো একানব্বই টাকা এবং উনসত্তর পয়সা মাত্র) ০৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের 'কণিষ্ক অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তলে উক্ত ভবনের একতলা এবং তিনতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৮৫০ বর্গফুট এবং একটি খোলা গ্যারাজ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ২ বেডরুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ২ টয়লেট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার দায়বদ্ধতা সহ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের 'কণিষ্ক অ্যাপার্টমেন্ট' ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তলে উক্ত চারতলা ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৮৫০ বর্গফুট এবং একটি খোলা গ্যারাজ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ২ টয়লেট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা এবং দায় দায়িত্ব সহ ভোগ দখলের অধিকার এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ উভয় ফ্ল্যাট নির্মিত বহুতল ভবন (লিফট ব্যতীত) জমির পরিমাণ কম বেশি ৩ কাঠা ১০ বর্গফুট কম বেশি অবস্থিত মৌজা - নয়াবাদ, আরএস দাগ নং ৮৮, খতিয়ান নং ১০১, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, এবং হোল্ডিং নং ২৭০০, নয়াবাদ থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৯৪ ওয়ার্ড নং ১০৯ অ্যাসেসি নং ৩১-১০৯-০৮-০৭৪৩ কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি - উত্তরে : প্লট নং ৩৪৫, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৪৭, পূর্বে : দাগ নং ১১০, পশ্চিমে - ৪০ ফুট চওড়া পুর সড়ক।

তারিখ: ১৪-০৬-২০২৪ ; স্থান: কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ**

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 5, KOLKATA, FRIDAY, 14 JUN 2024, PAGE 8

ম্যাচ জিতিয়ে সবার আগে আইপিএল এবং কেকেআরের কথা বললেন শেরফানে রাদারফোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রায় একার হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সুপার ৮-এ তুলেছেন। বৃহস্পতিবার ম্যাচ জিতিয়ে সবার আগে আইপিএল এবং কেকেআরের কথা বললেন শেরফানে রাদারফোর্ড। তাঁর মতে দু'মাস ধরে কেকআরের নেটে অনুশীলনই কাজে লেগেছে। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ছিলেন রাদারফোর্ড। যদিও চ্যাম্পিয়ন কলকাতার হয়ে খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তাতে ক্ষোভ নেই রাদারফোর্ডের। কারণ রিঙ্কু সিংহদের সঙ্গে অনুশীলন করেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন তিনি।

বুধবার প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তোলে ১৪৯ রান তোলে। রাদারফোর্ড ৩৯ বলে ৬৮ রান করেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে রাদারফোর্ড বলেন, তঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গত দু'মাস আমি আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। ম্যাচ খেলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু অনুশীলন করেছি। সেখান থেকেই নিজেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করেছি।দ

নিউ জ়ুল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতে সুপার ৮-এ জায়গা পাকা করে ফেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেপথ্যে অবশ্যই রাদারফোর্ডের ইনিংস। তিনি বলেন, তআমি চেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত ব্যাট করতে। ড্যারেন স্যামির সঙ্গে আমার কথা হয়। তখনই পরিকল্পনা করি যে স্ট্রাইক রোটেট করব এবং শেষ পর্যন্ত থাকব। কারণ আমি জানি শেষ পর্যন্ত থাকলে ঠিক বড় শট খেলতে পারব। সেই ক্ষমতা আমার আছে।শেষ দু'ওভারে ৩৭ রান তোলেন রাদারফোর্ড। ড্যারিল মিচেল ১৯তম ওভারে বল করেন। সেটাই এই ম্যাচে তাঁর প্রথম এবং শেষ ওভার। ২০তম ওভারটি করেন স্পিনার মিচেল স্যান্টনার। মিচেল দেন ১৯ রান এবং স্যান্টনার দেন ১৮ রান। সেই প্রসঙ্গে রাদারফোর্ড বলেন, তওদের বোলিং লাইন আপ দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, শেষ দু'ওভারে সেরা বোলারদের আনতে পারবে না। তাই ওই দু'ওভারে রান তোলাই লক্ষ্য ছিল আমার। সেটা কাজে লাগে।

বিশ্বকাপের মাঝে লেগে গেল আমেরিকার দুই ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রে বিরাট কোহলি। তাঁকে নিয়ে মজা করেছিলেন আমেরিকার এক ক্রিকেটার। সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লেগে গেল সে দেশের দুই ক্রিকেটারের। আর সেটা এমন সময়ে হল, যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে খেলা চলছে।

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আমেরিকার ব্যাটার সায়ন জাহাঙ্গিরের একটি মন্তব্য ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে সায়ন বলেছিলেন, তগত বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব চলাকালীন আমি বলেছিলাম, আমার স্বপ্ন বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে খেলা। ওকে দেখানো যে আসল রাজা কে?দ

বুধবার ভারতের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েছিলেন সায়ন। আরশদীপ সিংহের প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হয়ে ফেরেনি তিনি। তাঁর আউট হয়ে ফেরার ছবি দিয়ে মিম তৈরি হয়। সেখানে সায়নের করা মন্তব্য দিয়ে লেখা ছিল, তবিরাট ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে এটা হল।দ যাঁরা মিম তৈরি করেছিলেন তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন, সায়ন মুখেই শুধু বড় বড় কথা বলছিলেন। কাজে কিছু করে দেখাতে পারেননি।

সেই মিম সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন আমেরিকার ক্রিকেটার জসকরণ মলহোত্র। তিনি ২০২২ সালের পর দেশের হয়ে আর খেলেননি। নিজের পোস্টে একটি হাসির ইমোজি দেন তিনি। জসকরণের এই কাজ ভাল ভাবে নেননি আমেরিকার এ বারের বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটার আলি খান। তিনি সেই টুইটের নীচে লেখেন, তআমি কখনওই আমার এক প্রাক্তন সতীর্থের কাছে এই কাজ আশা করিনি। অন্য ক্রিকেটারের প্রতি হিংসা ভাল নয়। তোমার কাছে এই অপেশাদারিত্ব আশা করিনি।দ তার পাল্টা জবাব দেন জসকরণ। তিনি লেখেন, ততোমাকে একটা কথা বলি। আমার পুরনো পোস্ট পড়ে দেখ ভাই। কী ভাবে তোমাকে ও তোমার দলকে আমি সমর্থন করেছি।

জসকরণ আমেরিকার হয়ে ২০২১ সালে পাপুয়া নিউ গিনির বিরুদ্ধে এক ওভারে ছয় বলে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন। এক দিনের ম্যাচে তিনি দ্বিতীয় ক্রিকেটার যিনি এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন। কিন্তু ২০২২ সালের পর থেকে আর আমেরিকার জাতীয় দলে জায়গা পাননি তিনি।

কেকেআরে সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটারের হাত ধরে সুপার ৮-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কার্যত বিদায় কিউয়িদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনই করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ বারে তারাই জায়গা করে নিল সুপার ৮ পর্বে। বৃহস্পতিবার নিউ জ়ুল্যান্ডকে ১৩ রানে হারিয়ে যোগ্যতা অর্জন করল ক্যারিবিয়ান দল। ম্যাচ জেতালেন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে সুযোগ না পাওয়া শেরফানে রাদারফোর্ড।

বৃহস্পতিবার সকালে গ্রুপ সি-র ম্যাচে নিউ জ়ুল্যান্ডকে দাপটের সঙ্গেই হারালেন রাদারফোর্ডেরা। তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখনও কোনও পয়েন্ট পায়নি নিউ জ়ুল্যান্ড। বাকি দু'টি ম্যাচ জিতলেও ৪ পয়েন্টের বেশি পাবে না তারা। ইতিমধ্যেই এই গ্রুপে ৪ পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছে আফগানিস্তান। তাদের দু'টি ম্যাচ বাকি। তার মধ্যে একটি পাপুয়া নিউ গিনির বিরুদ্ধে। ফলে আফগানিস্তান যদি ৬ পয়েন্ট পেয়ে যায় তা হলে আর কোনও ভাবেই পরের পর্বে যেতে পারবে না নিউ জ়ুল্যান্ড। আফগানেরা ৪ পয়েন্টে আটকে গেলে কিউইদের সুযোগ থাকলেও লড়াই হবে নেট রানরেটে।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তোলে ১৪৯ রান তোলে। রাদারফোর্ড ৩৯ বলে ৬৮ রান করেন। আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করেই ১৪৯ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ক্যারিবিয়ানদের রান তাড়া করতে নেমে কিউইদের নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। গ্লেন ফিলিপ্স ৪০ রান করেন। তিনি ছাড়া প্রায় কেউই সে ভাবে রান করতে পারেননি। শেষ ওভারে জয়ের জন্য কিউইদের ৩৩ রান প্রয়োজন ছিল। বল করছিলেন রোমারিয়ো শেফার্ড। তাঁর প্রথম দু'টি বলেই ছক্কা মারেন মিচেল স্যান্টনার। কিন্তু তৃতীয় বলটিতে মারতে পারেননি। তখনই ম্যাচের ফল প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ বলে তাই ছক্কা মারলেও হতাশ দেখায়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার ৮-এর দৌড়ে এখনও বেঁচে রয়েছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার ৮-এর দৌড়ে এখনও বেঁচে রয়েছে পাকিস্তান। বুধবার আমেরিকাকে হারিয়েছে ভারত। তার ফলে সুবিধা হয়েছে পাকিস্তানের। এই পরিস্থিতিতে বাবর আজমদের সুপার ৮-এ ওঠার অঙ্ক কী?

গ্রুপ এ থেকে সুপার ৮ পাকা করেছে ভারত। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই মূলত পাকিস্তান ও আমেরিকার। ভারতের কাছে হারের পরেও আমেরিকা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট তাদের। পাকিস্তান এখন তিন নম্বরে। তাদের পয়েন্ট ৩ ম্যাচে

২। তবে বাবরদের (০.১৯১) নেট রানরেট আমেরিকার (০.১২৭) থেকে বেশি।

আমেরিকার শেষ ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ তারা জিতে গেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ৮-এ উঠে যাবে। কিন্তু যদি আমেরিকা হারে তা হলে সুযোগ থাকবে পাকিস্তানের। তাদেরও শেষ ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। সেই ম্যাচ তারা জিতলে আমেরিকা ও পাকিস্তান, দুই দলেরই পয়েন্ট হবে ৪। নেট রানরেটে সুপার ৮-এ চলে যাবে পাকিস্তান। তবে হার-জিতের থেকেও এখন পাকিস্তানের চিন্তা বেশি আবহওয়া নিয়ে। গত কয়েক দিন ধরে ফ্লোরিডাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে। আগামী কয়েক দিনও সেখানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। ফ্লোরিডার মাঠেই আমেরিকা-আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তান- আয়ারল্যান্ড ম্যাচ রয়েছে। এই দু'টি ম্যাচের যে কোনও একটি ভেস্তে গেলেই পাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে। ভারতের পরে দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার ৮-এ উঠবে আমেরিকা।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পরেই নতুন দায়িত্ব সুনীল ছেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পরেই নতুন দায়িত্ব সুনীল ছেত্রীর। ভাইচুং ভুটিয়ার সঙ্গে জুটি বাঁধলেন সদ্য অবসর নেওয়া ভারত অধিনায়ক। ইউরোর সময় ধারাভাষ্য দেবেন দু'জন। শুক্রবার রাত থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ইউরো কাপ। এ বারের আয়োজক জার্মানি। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ১৪ জুলাই।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে সুনীল বলেন, তইউরো ২০২৪ দরজায় কড়া নাড়ছে। ধারাভাষ্যকারদের প্যানেলের অংশ হতে পেরে খুব ভাল লাগছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেলিস্টরাও থাকবেন। ফলে ফুটবলপ্রেমীরা শুধু প্রতিযোগিতা উপভোগ করবেন তা-ই নয়, ফুটবলকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন।

ইউরো কাপের আনন্দ যাতে আরও বেশি মানুষ উপভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থা। ভারতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু ও ভারতের প্রাক্তন ফরওয়ার্ড রবিন সিংহও থাকবেন।

এ ছাড়াও থাকছেন একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক ফুটবল ব্যক্তিত্ব। ফ্রান্সের প্রাক্তন অধিনায়ক প্যাট্রিস এভ্রা ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলরক্ষক ডেভিড জেমস থাকবেন। পাশাপাশি থাকছেন ডন হাচিসন, টেরি ফেলান, অ্যাশলে ওয়েস্টউড এবং মার্ক সিগ্রিভস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকবেন আদ্রিয়ানো দেল মন্টে, অলিভিয়া বাজাগলো, মানস সিংহ ও অর্পিত শর্মা।

আমেরিকাও কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বিশ্বকাপে আমেরিকাকে সাত উইকেটে হারিয়ে সুপার এইটে উঠে গিয়েছে ভারত। নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে জিতেছে সাত উইকেটে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষকে নিয়ে রোহিত শর্মার গলায় সমীহের সুর। স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করলেন, আমেরিকাও তাঁদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। স্নায়ু ধরে রাখার কারণেই জিততে পেরেছেন।

ম্যাচের পর রোহিত বলেন, তজানতাম রান তাড়া করা কঠিন হবে। যে ভাবে আমাদের ব্যাটারেরা স্নায়ু ধরে রেখেছিল তার প্রশংসা করতেই হবে। ওই জুটিটার (শিবম-সূর্য) জন্যই জিতলাম। পরিণত মানসিকতা দেখিয়ে লম্বা একটা জুটি গড়ে জেতানোর জন্য সূর্য এবং শিবমের কৃতিত্ব প্রাপ্য।

আমেরিকা দলে বেশ কয়েক জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার খেলেন। তাঁদেরই একজন, সৌরভ নেত্রভালকর এ দিন রোহিত ছাড়াও আউট করেছেন বিরাট কোহলিকে। সেই প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, তওরা অনেকেই দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে। ওদের উন্নতি দেখে খুব খুশি। গত বছর মেজর লিগ ক্রিকেটেও ওদের দেখেছিলাম। প্রত্যেকেই দারুণ পরিশ্রম করতে পারে।

তিনটে ম্যাচেই যে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছে তা স্বীকার করেছেন রোহিত। এমনকি আমেরিকাও হাল ছাড়েনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বিশ্বকাপের সুপার এইটে ওঠার প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, তবড় শান্তি। এখানে ক্রিকেট খেলা সোজা ব্যাপার ছিল না। তিনটে ম্যাচেই শেষ পর্যন্ত পড়ে থেকে জয় ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। এই জয় আগামী দিনে আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দেবে।

প্রথম দু'টি ম্যাচে রান দেওয়ার পর এ দিন আরশদীপ সিংহ ১০-এরও কম রানে চারটি উইকেট নিয়েছেন। কৃপণ বোলিং করেছেন হার্দিক পাণ্ড্যও। তাঁদের নিয়ে রোহিতের মন্তব্য, তআমরা জানতাম বোলারেরা আগেই আমাদের সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করে দেবে। এই পিচে রান তোলা কঠিন ছিল। বোলারেরা নিজেদের কাজ করেছে। বিশেষত আরশদীপ।

রোহিতের প্রশংসা থেকে বাদ যাননি সূর্যকুমারও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সতীর্থকে নিয়ে রোহিত বলেছেন, তদরকারের সময় সূর্যের থেকে যে আলাদা ব্যাটিং দেখতে পাওয়া যায় এটা আমরা সবাই জানি। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের থেকে এটাই তো দরকার। যে ভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলে গিয়েছে তা আমাদের স্বস্তি দেবে।

ক্যাচ ফস্কানো ক্রিকেটারই হলেন ভারতের সেরা ফিল্ডার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকার বিরুদ্ধে ১৮তম ওভারে একটি ক্যাচ ফেলেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। তার পরেও সেরা ফিল্ডার হলেন তিনিই। কারণ আমেরিকার বিরুদ্ধে বাউন্ডারিতে একটি ভাল ক্যাচও নেন সিরাজ। তাই ঋষভ পন্থ এবং সূর্যকুমার যাদবকে হারিয়ে সেরা ফিল্ডার হলেন তিনি। আর সিরাজের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন যুবরাজ সিংহ।

গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে ভারতীয় সাজঘরে একটি পুরস্কার চালু হয়েছে। প্রতি ম্যাচ শেষে সেরা ফিল্ডার বেছে নেন দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। আমেরিকার বিরুদ্ধে সেরা ফিল্ডার হওয়ার দৌড়ে ছিলেন পন্থ, সূর্য এবং সিরাজ। ভারতের ফিল্ডিং কোচ বলেন পন্থ যে ভাবে উইকেটের পিছনে শরীর ছুড়ে একের পর এক রান বাঁচিয়েছেন এবং ক্যাচ নিয়েছেন সেটার প্রশংসা করতে হবে। সূর্যের প্রশংসা করেন একটি বাউন্ডারি বাঁচানোর জন্য। সিরাজকে নিয়ে বলার সময় দিলীপ উল্লেখ করেন তাঁর নেওয়া ক্যাচের। অষ্টম ওভারে বাউন্ডারিতে অ্যারন জোন্সের ক্যাচ ধরেন সিরাজ।

সিরাজকে পুরস্কার দিতে বুধবার ভারতের সাজঘরে আসেন যুবরাজ সিংহ। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। অলরাউন্ডার যুবরাজ বিখ্যাত ছিলেন তাঁর ফিল্ডিংয়ের জন্য। কভারে শরীর ছুড়ে বহু ক্যাচ নিয়েছেন, রান বাঁচিয়েছেন। যা দলকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম অ্যাম্বাসেডর তিনি। সেই যুবরাজ সিরাজের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে এসে বলেন, তকোনও চাপ নেওয়ার দরকার নেই। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলো।

ম্যাচে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথমে বল করে ভারত। ১১০ রান করে আমেরিকা। ১৮.২ ওভারে সেই রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। ৭ উইকেটে জেতেন সূর্যকুমারেরা।

১০ টাকার পেপসি, কোহলি ভাই সেক্সি, বিরুষ্কাকে নিয়ে স্লোগানে মুখরিত নিউ ইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে বিরাট কোহলি এ বছরের এপ্রিল-মে মাস জুড়ে ২২ গজে ধামাকা দেখিয়েছিলেন, সেই তিনিই নিউ ইয়র্কে এখনও অবধি ব্যর্থ। এ কথা এমনি এমনি বলা হচ্ছে না, বলে দিচ্ছে তাঁর পারফরম্যান্স। এখনও অবধি চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে নিউ ইয়র্কে বিরাটের ব্যাটে এসেছে মাত্র ৫ রান। বুধবার তো তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাকও হয়েছেন। মাঠে কোহলির ব্যাট উজ্জ্বল না হলেও, তিনি কিন্তু সমর্থকদের মনে উজ্জ্বল। তাঁকে এক ঝলক সামনে থেকে দেখার জন্য নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একাধিক অনুরাগী এসেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে শোনা গিয়েছে গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা বিরাটের নামে স্লোগান

দিচ্ছেন। পাশাপাশি অনুষ্কাকে নিয়েও তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন।

নিউ ইয়র্কের পিচের সঙ্গে বিরাট কোহলি মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু সেখানকার দর্শকরা তাঁকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়ো তার প্রমাণ। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলি বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি ফিল্ডিং করছিলেন। সেই সময় গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা স্লোগান দিতে থাকেন, '১০ টাকার পেপসি, কোহলি ভাই সেক্সি।' সেখানেই তাঁরা থেমে থাকেননি। এরপরই দর্শকরা বলেন, 'দিওয়ালি হোক বা হোলি, অনুষ্কা লাভস কোহলি।'

চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি ওপেনিংয়ে নেমে সফল হতে পারছেন না। তাঁর অনুরাগীরা নেটদুনিয়ায় এ বার তা নিয়ে সরব। তাঁদের দাবি কোহলি ফিরুক তিনে। তা হলেই হয়তো তাঁর ব্যাটে রান ফিরবে। এ বার তা হলে ফ্লোরিডায় কানাডার বিরুদ্ধে বিরাটকে কি দেখা যাবে তিন নম্বরে? উত্তর সময়ই বলবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**